চতুর্বিংশতি অধ্যায়

সাংখ্য দর্শন

কীভাবে সাংখ্য দর্শনের মাধ্যমে মনের বিভ্রান্তি দূর করা যায় সেই বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই অধ্যায়ে উপদেশ প্রদান করেছেন। এখানে পরমেশ্বর ভগবান উদ্ধবকে পুনরায় জড়া প্রকৃতির বিশ্লেষণের ব্যাপারে উপদেশ প্রদান করছেন। এই জ্ঞান উপলব্ধি করার মাধ্যমে জীব তার মিথ্যা দ্বন্দ্বভিত্তিক বিভ্রান্তি দূর করতে পারে।

সৃষ্টির আদিতে, দর্শক এবং দৃশ্য এক এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায় না। এই অবাঙ্মানসগোচর ও অদ্বিতীয় পরম সত্য, তারপর দুই ভাগে বিভক্ত হন—দর্শক অর্থাৎ চেতন বা ব্যক্তিসত্তা, এবং দৃশ্য, অর্থাৎ বস্তু বা প্রকৃতি। ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণকারী পুরুষ সত্তার দ্বারা ক্ষোভিতা হন। তখন জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি সহ মহত্তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তা থেকে সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনভাবে আসে অহংকার তত্ত্ব। তমোগুণাত্মক অহংকার থেকে পনেরোটি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর তারপরেই পনেরোটি ভৌতিক উপাদানের উদ্ভব ঘটে। রজোগুণাত্মক অহংকার থেকে আসে দশটি ইন্দ্রিয়, এবং সত্ত্বগুণাত্মক অহংকার থেকে আসে মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের এগারোজন অধিদেবতা। এই সমস্ত উপাদানের পুঞ্জীভূত অবস্থায় ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়, তার মাঝখানে স্রষ্টা রূপে পরমেশ্বর ভগবান পরমাত্মার ভূমিকায় নিবাস গ্রহণ করেন। পরম স্রষ্টার নাভী থেকে আসে পদ্ম, তার উপর ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন। রজোগুণ সমন্বিত হয়ে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় তপস্যা করেন, আর সেই তপস্যার শক্তি বলে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। স্বর্গীয় অংশ দেবতাদের জন্য, মধ্যভাগটি ভূত প্রেতাদি এবং ভূলোক হচ্ছে মনুষ্য এবং অন্যান্যদের জন্য উদ্দিষ্ট। এই ত্রিভুবনের ঊর্ধ্বে উন্নত ঋষিদের স্থান, এবং নিম্নলোকগুলি হচ্ছে অসুর, নাগ অর্থাৎ সর্পাদির জন্য। ত্রিগুণভিত্তিক কর্ম অনুসারে তিন মর্ত্যলোকে তাদের গতি হয়ে থাকে। যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস গ্রহণকারীদের গতি হয় মহ, জন, তপ ও সত্যলোকে। পক্ষান্তরে, পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগীদের গতি হয় ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে, পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মে। এই জড় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াত্মক ব্রহ্মাণ্ড কাল এবং প্রকৃতির ত্রিগুণের অধীনে অবস্থিত। এ ছাড়াও, এই ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু বর্তমান, তা সবই কেবল জড়া প্রকৃতি এবং তার প্রভু ভগবানের মিলন সম্ভূত। একইভাবে, সৃষ্টিকার্য ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে, এক এবং পরম সূক্ষ্ম থেকে বহুত্বে এবং অত্যন্ত স্থূল বস্তুতে, প্রলয় সংঘটিত হয় স্থূলতম

থেকে প্রকৃতির সূক্ষ্মতম প্রকাশের প্রতি অগ্রগতির মাধ্যমে, তখন কেবলই নিত্য চিৎ সত্ত্বা বিদ্যমান থাকেন। এই সর্বশেষ আত্মা তাঁর নিজের মধ্যে একা অশেষভাবে অবস্থিত থাকেন। যে ব্যক্তির মন এই সমস্ত ধারণার ধ্যান করে, সেই মন প্রকৃতির দ্বন্দ্বের দ্বারা আর বিভ্রান্ত হয় না। সৃষ্টি এবং ধ্বংসের একটির পর অপরটি বর্ণনা সমন্বিত সাংখ্য বিজ্ঞান সমস্ত বন্ধন এবং সন্দেহ ছেদন করে থাকে।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি সাংখ্যং পূর্বৈর্বিনিশ্চিতম্ ।
যদ্ বিজ্ঞায় পুমান্ সদ্যো জহ্যাদ্বৈকল্পিকং ভ্রমম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **অথ**—এখন; **তে**—তোমাকে; **সম্প্রবক্ষ্যামি**—আমি বলব; **সাংখ্যম্**—সৃষ্টির উপাদানসমূহের বিবর্তনের জ্ঞান; **পূর্বৈঃ**—পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক; **বিনিশ্চিতম্**—নির্ধারিত; **যৎ**—যা; **বিজ্ঞায়**—জেনে; **পুমান্**—মানুষ; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **জহ্যাৎ**—ত্যাগ করতে পারেন; **বৈকল্পিকম্**—মিথ্যা দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমম্**—ভ্রম।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এখন পূর্বাচার্যগণ কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত সাংখ্য বিজ্ঞান আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব। এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করে মানুষ তৎক্ষণাৎ জড় দ্বন্দ্বের বিভ্রম ত্যাগ করতে পারে।

তাৎপর্য

পূর্বের অধ্যায়ে ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন যে, মনকে নিয়ন্ত্রণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতে নিবিষ্ট করার মাধ্যমে আমরা জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হতে পারি। এই অধ্যায়ে জড় এবং চিৎ-বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সমন্বিত সাংখ্য পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই জ্ঞান শ্রবণ করে আমরা সহজেই মনকে জড় কলুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কৃষ্ণভাবনামৃতের চিন্ময় স্তরে নিবিষ্ট করতে পারি। এখানে বর্ণিত সাংখ্য দর্শন ভগবান কপিলদেব কর্তৃক *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেটি জড়বাদী ও মায়াবাদীদের দ্বারা উপস্থাপিত নাস্তিক সাংখ্য নয়। ভগবানের শক্তি সম্ভূত জড় উপাদানসমূহ পর্যায়ক্রমে বিবর্তিত হয়। মূর্খের মতো আমাদের ভাবা উচিত নয় যে, ভগবানের সহায়তা ব্যতীত অন্য কোন আদি জড় উপাদান থেকে এই ধরনের বিবর্তন শুরু হয়। এই মনকল্পিত তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে বদ্ধ জীবনের মিথ্যা অহংকার থেকে, সেটি স্থূল অজ্ঞতা প্রসূত, তাই তা পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর অনুগামীদের দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়।

শ্লোক ২

আসীজ্‌জ্ঞানমথো অর্থ একমেবাবিকল্পিতম্ ।
যদা বিবেকনিপুণা আদৌ কৃতযুগেঽযুগে ॥ ২ ॥

আসীৎ—ছিল; **জ্ঞানম্**—দর্শক; **অথ-উ**—এইভাবে; **অর্থঃ**—দৃশ্য; **একম্**—এক; **এব**—কেবলই; **অবিকল্পিতম্**—পার্থক্য নিরূপণ না করে; **যদা**—যখন; **বিবেক**—পার্থক্য নিরূপণে; **নিপুণাঃ**—নিপুণ ব্যক্তিরা; **আদৌ**—আদিতে; **কৃতযুগে**— শুদ্ধতার যুগে; **অযুগে**—এবং তার পূর্বে, প্রলয়ের সময়।

অনুবাদ

আদিতে, কৃতযুগে, যখন সমস্ত মানুষই পারমার্থিক পার্থক্য নিরূপণে অত্যন্ত দক্ষ ছিল, এবং তার পূর্বে প্রলয়ের সময়ে, দৃশ্য বস্তু থেকে অভিন্ন, দর্শক একা বিদ্যমান ছিলেন।

তাৎপর্য

কৃতযুগ হচ্ছে সত্যযুগ হিসাবে জ্ঞাত প্রথম যুগ, যে সময় জ্ঞান ছিল সিদ্ধ এবং তা সেই বস্তু থেকে অভিন্ন। আধুনিক সমাজে জ্ঞান হচ্ছে ভীষণভাবে মনগড়া এবং তা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। মানুষের শিক্ষাগত ধারণা এবং যথার্থ বাস্তবতার মধ্যে প্রায়ই বিরাট পার্থক্য লক্ষিত হয়। তবে সত্যযুগে মানুষ থাকেন *বিবেক-নিপুণাঃ* অর্থাৎ বুদ্ধিমানের মতো পার্থক্য নিরূপণে দক্ষ, এইভাবে তাঁদের ধারণা এবং বাস্তবতার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। সত্যযুগে, সমস্ত জনসাধারণ থাকেন আত্মোপলব্ধ। সবকিছুকে পরমেশ্বরের শক্তিরূপে দর্শন করে, কৃত্রিমভাবে তাঁরা নিজেদের মধ্যে এবং অন্য জীবেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেন না। সত্যযুগের একত্বের, এটি হচ্ছে আর একটি দিক। প্রলয়ের সময় সবকিছুই বিশ্রাম করার জন্য ভগবানে বিলীন হয়, আর সে সময়েও ভগবানের মধ্যে অবস্থিত জ্ঞানের বস্তু এবং একমাত্র দর্শকরূপী ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। মুক্ত জীবেরা নিত্য চিন্ময় জগতে কখনও এইরূপে বিলীন হন না, তাঁরা তাঁদের চিন্ময় রূপে নিত্য কালের জন্য অপরিবর্তিত থাকেন। ভগবানের প্রতি ভালবাসা বশতঃ তাঁরা স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে একীভূত হওয়ার ফলে তাঁদের ধাম চির অবিনশ্বর।

শ্লোক ৩

তন্মায়াফলরূপেণ কেবলং নির্বিকল্পিতম্ ।
বাঙ্মনোঽগোচরং সত্যং দ্বিধা সমভবদ্ বৃহৎ ॥ ৩ ॥

তৎ—সেই (পরম); মায়া—জড়া প্রকৃতির; ফল—এবং তার প্রকাশের ভোক্তা; রূপেণ—দুই রূপে; কেবলম্—এক; নির্বিকল্পিতম্—অভিন্ন; বাক্—বাক্য; মনা—এবং মন; অগোচরম্—অগ্রাহ্য; সত্যম্—সত্য; দ্বিধা—দ্বিধা; সমভবৎ—তিনি হয়েছিলেন; বৃহৎ—পরম সত্য।

অনুবাদ

জড় দ্বন্দ্ব শূন্য এবং অবাঙ্মানসগোচর সেই পরম সত্য নিজেকে জড়া প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির প্রকাশকে ভোগকারী জীবরূপে দ্বিধা বিভক্ত করেন।

তাৎপর্য

জড়াপ্রকৃতি এবং জীব উভয়ই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি।

শ্লোক ৪

তয়োরেকতরো হ্যর্থঃ প্রকৃতিঃ সোভয়াত্মিকা ।
জ্ঞানং ত্বন্যতমো ভাবঃ পুরুষঃ সোঽভিধীয়তে ॥ ৪ ॥

তয়োঃ—সেই দুটির; একতরঃ—এক; হি—বস্তুত; অর্থঃ—সত্ত্বা; প্রকৃতিঃ—প্রকৃতি; সা—তিনি; উভয়াত্মিকা—সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং তাদের প্রকাশিত উৎপাদন এই উভয় তত্ত্ব সমন্বিত; জ্ঞানম্—চেতনা (যারা রয়েছে); তু—এবং; অন্যতমঃ—অন্য একটি; ভাবঃ—সত্ত্বা; পুরুষঃ—জীবাত্মা; সঃ—সে; অভিধীয়তে—বলা হয়।

অনুবাদ

এই দুই প্রকার প্রকাশের, একটি হচ্ছে জড়া প্রকৃতি, যা হচ্ছে সূক্ষ্ম কারণসমূহ এবং পদার্থের প্রকাশিত উৎপাদন সমন্বিত। অন্যটি হচ্ছে, চেতন জীব সত্ত্বা, যাকে বলা হয় ভোক্তা।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে, এখানে প্রকৃতি বলতে বোঝায় সূক্ষ্ম প্রধান, যা পরে মহত্তত্ত্ব রূপে প্রকাশিত হয়।

শ্লোক ৫

তমো রজঃ সত্ত্বমিতি প্রকৃতেরভবন্ গুণাঃ ।
ময়া প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ পুরুষানুমতেন চ ॥ ৫ ॥

তমঃ—তমোগুণ; রজঃ—রজোগুণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; ইতি—এইভাবে; প্রকৃতেঃ—প্রকৃতি থেকে; অভবন্—প্রকাশিত হয়েছিল; গুণাঃ—গুণসমূহ; ময়া—আমার দ্বারা;

প্রক্ষোভ্যমাণায়াঃ—যিনি ক্ষোভিতা হচ্ছিলেন; **পুরুষ**—জীব সত্তার; **অনুমতেন**—বাসনা পুরণ করার জন্য; **চ**—এবং।

অনুবাদ

জড়া প্রকৃতি যখন আমার ঈক্ষণে ক্ষোভিতা হয়েছিল, তখন বদ্ধ জীবেদের অবশিষ্ট বাসনাগুলি পূর্ণ করার জন্য সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনটি জড়গুণ প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে ভগবান তাকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বদ্ধ জীব তাদের সকাম কর্মের শৃঙ্খল এবং মনোধর্মের প্রতিক্রিয়া এখনও সমাপ্ত করেনি, তাই পুনরায় সৃষ্টি কার্য প্রয়োজন। ভগবান চান যে, বদ্ধ জীব যেন কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে ভগবৎ প্রেম লাভ করার সুযোগ পায় এবং তার দ্বারা ভগবত বিহীন জীবনের অনর্থকতা উপলব্ধি করতে পারে। ভগবানের ঈক্ষণের পর প্রকৃতির গুণগুলি উৎপন্ন হয়ে একে অপরের সঙ্গে শত্রুভাবাপন্ন হয়, প্রতিটি গুণ অপর দুটিকে জয় করতে চেষ্টা করে। সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়, এই সবের মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে। শিশু জন্ম গ্রহণের বাসনা করলেও নিষ্ঠুর মা তাকে গর্ভপাত করার মাধ্যমে হত্যা করতে চায়। আমরা মাঠের আগাছাগুলিকে মেরে ফেলতে চাইলেও, তারা একগুঁয়েভাবে বার বার জন্মায়। তেমনই আমরা সর্বদাই দৈহিক সুস্থতা বজায় রাখতে চাইলেও অবক্ষয় ঘটে। এইভাবে প্রকৃতির গুণগুলির মধ্যে প্রতিনিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, এবং তাদের সম্মেলন ও বিভিন্নভাবে বিন্যাসের মাধ্যমে জীব কৃষ্ণভাবনা ছাড়া অসংখ্য জাগতিক পরিস্থিতি উপভোগ করার চেষ্টা করে। *পুরুষানুমতেন* শব্দটি সূচিত করে যে, ভগবান জাগতিক অসারতার এমনই এক মঞ্চ স্থাপন করেন, যাতে বদ্ধ জীব ঘটনাক্রমে নিত্য ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে।

শ্লোক ৬

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং মহান্ সূত্রেণ সংযুতঃ ।
ততো বিকুর্বতো জাতো যোঽহঙ্কারো বিমোহনঃ ॥ ৬ ॥

তেভ্যঃ—সেই গুণগুলি থেকে; **সমভবৎ**—সম্ভূত হয়; **সূত্রম্**—কর্মশক্তি সমন্বিত প্রকৃতির প্রথম পরিবর্তন; **মহান্**—জ্ঞান শক্তি সমন্বিত আদি প্রকৃতি; **সূত্রেণ**—এই সূত্র তত্ত্বের দ্বারা, **সংযুতঃ**—সংযুক্ত; **ততঃ**—মহৎ থেকে; **বিকুর্বতঃ**—পরিবর্তন করে; **জাতঃ**—উদ্ভূত হয়েছিল; **যঃ**—যে; **অহংকারঃ**—মিথ্যা অহংকার; **বিমোহনঃ**—বিভ্রান্তির কারণ।

শ্লোক ৮

অর্থস্তন্মাত্রিকাজ্জজ্ঞে তামসাদিন্দ্রিয়াণি চ ।
তৈজসাদ্ দেবতা আসন্নেকাদশ চ বৈকৃতাৎ ॥ ৮ ॥

অর্থঃ—স্থূল উপাদানসমূহ; তৎমাত্রিকাৎ—সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে (যেগুলি হচ্ছে সত্ত্ব গুণজাত অহংকার থেকে উৎপন্ন); জজ্ঞে—উৎপন্ন হয়েছিল; তামসাৎ—তমোগুণজাত অহংকার থেকে; ইন্দ্রিয়াণি—ইন্দ্রিয়সকল; চ—এবং; তৈজসাৎ—রজোগুণ জাত অহংকার থেকে; দেবতাঃ—দেবগণ; আসন—উদ্ভূত হয়; একাদশ—এগারো; চ—এবং; বৈকৃতাৎ—সত্ত্বগুণ জাত অহংকার থেকে।

অনুবাদ

তামসিক অহংকার থেকে উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম দৈহিক অনুভূতি, তা থেকে উৎপন্ন হয় স্থূল উপাদানগুলি। রাজসিক অহংকার থেকে ইন্দ্রিয়সকল, এবং সাত্ত্বিক অহংকার থেকে একাদশ দেবগণের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

তামসিক অহংকার থেকে শব্দ, আর তার সঙ্গে তার মাধ্যম আকাশ এবং তা গ্রহণ করার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। তারপর স্পর্শানুভূতি বায়ু এবং স্পর্শেন্দ্রিয়, আর এইভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল সমস্ত উপাদান এবং তাদের অনুভূতি উৎপন্ন হয়। রাজসিক অহংকার থেকে সৃষ্ট ইন্দ্রিয়গুলি ব্যস্ততার সঙ্গে কর্মে রত। সাত্ত্বিক অহংকার থেকে আসেন একাদশ দেবগণ—দিগীশ্বরগণ, বায়ু, সূর্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, ব্রহ্মা এবং চন্দ্র।

শ্লোক ৯

ময়া সঞ্ক্ষোদিতা ভাবাঃ সর্বে সংহত্যকারিণঃ ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুর্মমায়তনমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; সঞ্ক্ষোদিতাঃ—ক্ষোভিত; ভাবাঃ—উপাদান সকল; সর্বে—সমস্ত; সংহত্য—মিশ্রণের দ্বারা; কারিণঃ—কার্যকারী; অণ্ডম্—ব্রহ্মাণ্ড; উৎপাদয়াম্ আসুঃ—তার সৃষ্টি হয়েছে; মম—আমার; আয়তনম্—নিবাস; উত্তমম্—উৎকৃষ্ট।

অনুবাদ

আমার দ্বারা ক্ষোভিত হয়ে এই সমস্ত উপাদান সম্মিলিতভাবে সুষ্ঠুরূপে কার্য করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করে, যেটি হচ্ছে আমার উত্তম নিবাস স্থল।

শ্লোক ১০

তস্মিন্নহং সমভবমণ্ডে সলিলসংস্থিতৌ ।
মম নাভ্যামভূৎ পদ্মং বিশ্বাখ্যং তত্র চাত্মভূঃ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্—তার মধ্যে; অহম্—আমি; সমভবম্—আবির্ভূত হই; অণ্ডে—ব্রহ্মাণ্ডে; সলিল—কারণ সমুদ্রের জলে; সংস্থিতৌ—অবস্থিত ছিল; মম—আমার; নাভ্যাম্—নাভি থেকে; অভূৎ—উৎপন্ন হয়েছিল; পদ্মম্—একটি পদ্ম; বিশ্ব-আখ্যম্—ব্রহ্মাণ্ড নামে খ্যাত; তত্র—তার মধ্যে; চ—এবং; আত্মভূঃ—স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা।

অনুবাদ

আমি স্বয়ং কারণ জলে ভাসমান সেই অণ্ডটির মধ্যে আবির্ভূত হই, এবং আমার নাভি থেকে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার জন্মস্থান বিশ্বনামক পদ্মের উৎপত্তি হয়।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর নারায়ণ রূপে দিব্য আবির্ভাব-লীলা বর্ণনা করেছেন। ভগবান নারায়ণ, ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করলেও তিনি তাঁর শুদ্ধ জ্ঞানময় এবং আনন্দময় দিব্য শরীর ত্যাগ করেন না। আবার ব্রহ্মার জন্ম, ভগবানের নাভিপদ্ম থেকে হলেও তাঁর জড় দেহ রয়েছে। ব্রহ্মার শরীর পরম তেজস্বী, অলৌকিক, সমস্ত জড় অস্তিত্ব সম্পন্ন হলেও তা জড়, পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর শ্রীহরি নারায়ণের রূপ সর্বদাই দিব্য।

শ্লোক ১১

সোঽসৃজৎ তপসা যুক্তো রজসা মদনুগ্রহাৎ ।
লোকান্ সপালান্ বিশ্বাত্মা ভূর্ভুবঃ স্বরিতি ত্রিধা ॥ ১১ ॥

সঃ—তিনি, ব্রহ্মা; অসৃজৎ—সৃষ্টি করেছিলেন; তপসা—তাঁর তপস্যার দ্বারা; যুক্তঃ—যুক্ত; রজসা—রজগুণের শক্তির দ্বারা; মৎ—আমার; অনুগ্রহাৎ—কৃপার ফলে; লোকান্—বিভিন্ন লোকসমূহ; সপালান্—তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণসহ; বিশ্ব—ব্রহ্মাণ্ডের; আত্মা—আত্মা; ভূঃভুবঃস্বঃ-ইতি—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ নামক; ত্রিধা—তিনটি বিভাগ।

অনুবাদ

রজোগুণ দ্বারা প্রভাবিত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ব্রহ্মা আমার কৃপায় কঠোর তপস্যা সম্পাদন করে ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ নামক ত্রিলোক এবং তাদের অধিদেবগণের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ১২

দেবানামোক আসীৎ স্বর্ভূতানাং চ ভুবঃ পদম্ ।
মর্ত্যাদীনাং চ ভূর্লোকঃ সিদ্ধানাং ত্রিতয়াৎ পরম্ ॥ ১২ ॥

দেবানাম্—দেবতাদের; **ওকঃ**—আবাস; **আসীৎ**—হয়েছিল; **স্বঃ**—স্বর্গ; **ভূতানাম্**—ভূত প্রেতগণের; **চ**—এবং; **ভুবঃ**—ভুবর্লোক; **পদম্**—স্থান; **মর্ত্য-আদিনাম্**—সাধারণ মনুষ্য এবং অন্যান্য মরণশীল জীবের জন্য; **চ**—এবং; **ভূঃ-লোকঃ**—ভূলোক; **সিদ্ধানাম্**—মুমুক্ষুগণের (স্থান); **ত্রিতয়াৎ**—এই তিনটি বিভাগ; **পরম্**—উর্ধ্বে।

অনুবাদ

স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেবগণের নিবাসের জন্য; ভূবর্লোক ভূতপ্রেতদের জন্য, আর ভূলোক হচ্ছে মানুষ এবং অন্যান্য মর্ত্য জীবেদের জন্য, মুমুক্ষুগণ এই ত্রিভুবনের উর্ধ্বে উপনীত হন।

তাৎপর্য

পরম পুণ্যবান সকাম কর্মীদের স্বর্গীয় উপভোগের জন্য ইন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক উদ্দিষ্ট। সর্বোচ্চ চারটি লোক, সত্যলোক, মহর্লোক, জনলোক এবং তপোলোক হচ্ছে, যাঁরা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা করছেন তাঁদের জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এমনই অভাবনীয় কৃপাময় যে, তিনি কলিযুগের মহাপতিত জীবদেরকে এই চারটি লোকের উর্ধ্বে, এমনকি বৈকুণ্ঠেরও উর্ধ্বে, চিন্ময় জগতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম গোলোক বৃন্দাবনে উপনীত করছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, স্বর্গ হচ্ছে দেবতাদের নিবাসস্থল, ভূলোক হচ্ছে মানুষের জন্য, আর তার মাঝখানে রয়েছে উভয় শ্রেণীর জীবের ক্ষণস্থায়ী নিবাস।

শ্লোক ১৩

অধোঽসুরাণাং নাগানাং ভূমেরোকোঽসৃজৎ প্রভুঃ ।
ত্রিলোক্যাং গতয়ঃ সর্বাঃ কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ॥ ১৩ ॥

অধঃ—নিম্নে; **অসুরাণাম্**—অসুরদের; **নাগানাম্**—স্বর্গীয় নাগগণের; **ভূমেঃ**—ভূমি থেকে; **ওকঃ**—নিবাস; **অসৃজৎ**—সৃষ্টি করেছিলেন; **প্রভুঃ**—শ্রীব্রহ্মা; **ত্রি-লোক্যাম্**—ত্রিভুবনের; **গতয়ঃ**—গতি; **সর্বাঃ**—সকল; **কর্মণাম্**—সকাম কর্মের; **ত্রিগুণাত্মনাম্**—ত্রিগুণ বিশিষ্ট।

অনুবাদ

শ্রীব্রহ্মা পৃথিবীর নীচের অংশটি সৃষ্টি করেছেন অসুর এবং নাগগণের জন্য। এইভাবে প্রকৃতির ত্রিগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের কর্মের সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়া অনুসারে ত্রিভুবনের বিভিন্ন স্থানে জীবের গতি নির্ধারিত হয়।

শ্লোক ১৪

যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতিঃ ॥ ১৪ ॥

যোগস্য—যোগের; **তপসঃ**—কঠোর তপস্যার; **চ**—এবং; **এব**—অবশ্যই; **ন্যাসস্য**—সন্ন্যাসের; **গতয়ঃ**—গতি; **অমলাঃ**—অমল; **মহঃ**—মহ; **জনঃ**—জন; **তপঃ**—তপ; **সত্যম্**—সত্য; **ভক্তিযোগস্য**—ভক্তিযোগের; **মৎ**—আমার; **গতিঃ**—গতি।

অনুবাদ

যোগ, কঠোর তপস্যা এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনকারীদের শুদ্ধ গতি হয় মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোকে। কিন্তু ভক্তিযোগের দ্বারা ভক্ত আমার দিব্য ধামে উপনীত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, এই শ্লোকে *তপঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থীদের দ্বারা আচরিত তপস্যা। যে ব্রহ্মচারী খুব সুষ্ঠুভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি জীবনের বিশেষ কোন পর্যায়ে মহর্লোকে উপনীত হন, আর যিনি আজীবন কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য পালন করেন তিনি জনলোক লাভ করেন। সুষ্ঠুভাবে বানপ্রস্থ জীবন পালন করলে তপোলোকে যাবেন, আর সন্ন্যাসীরা যাবেন সত্যলোকে। এই সমস্ত বিভিন্ন গতি নির্ভর করে যোগাভ্যাসের ঐকান্তিকতার উপর। *ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধে, শ্রীব্রহ্মা দেবগণের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন, "বৈকুণ্ঠবাসীরা মরকত, বৈদুর্য ও স্বর্ণ নির্মিত তাঁদের বিমানে আরোহণ করে বিচরণ করেন। যদিও তাঁরা গুরু নিতম্বিনী, স্মিত হাস্য সমন্বিত সুন্দর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল শোভিতা পত্নী পরিবৃত, কিন্তু তবুও তাঁদের হাস্য-পরিহাস ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাঁদের কামভাব উদ্দীপ্ত করতে পারে না।" (*ভাগবত* ৩/১৫/২০) এইভাবে চিৎ-জগৎ, ভগবদ্ধামের নিবাসীগণের ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির কোন বাসনাই নেই, কেননা তাঁরা ভগবৎ-প্রেমে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। তাঁরা যেহেতু কেবলই ভগবানের প্রীতি বিধানের চেষ্টা করেন, সেই জন্য তাঁদের মধ্যে প্রতারণা, উদ্বেগ, কামবাসনা, হতাশা ইত্যাদির কোনও সম্ভাবনা নেই। *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৬২) বর্ণনা করা হয়েছে—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

"হে ভারত! সর্বতোভাবে তাঁর শরণাগত হও। তাঁর প্রসাদে তুমি পরা শান্তি এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হবে।"

শ্লোক ১৫

ময়া কালাত্মনা ধাত্রা কর্মযুক্তমিদং জগৎ ।
গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নুন্মজ্জতি নিমজ্জতি ॥ ১৫ ॥

ময়া—আমার দ্বারা; **কাল-আত্মনা**—কালশক্তি সমন্বিত; **ধাত্রা**—স্রষ্টা; **কর্মযুক্তম্**—সকাম কর্ম পূর্ণ; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—জগৎ; **গুণপ্রবাহে**—প্রবল গুণস্রোতে; **এতস্মিন্**—এর মধ্যে; **উন্মজ্জতি**—উদিত হয়; **নিমজ্জতি**—নিমজ্জিত হয়।

অনুবাদ

কালরূপে আচরণকারী, পরম কর্তা আমার দ্বারা এই জগতে সমস্ত সকাম কর্মের ফল ব্যবস্থাপিত হয়েছে। এইভাবে জীব প্রকৃতির প্রবল গুণস্রোতের নদীতে, কখনও ভেসে ওঠে, আবার কখনও নিমজ্জিত হয়।

তাৎপর্য

পূর্বশ্লোকে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, *উন্মজ্জতি* বলতে বোঝায়, ঊর্ধ্বলোকে প্রগতি এবং *নিমজ্জতি* বলতে বোঝায়, পাপকর্মের ফলে দুঃখজনক জীবনে নিমজ্জিত হওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই জীব বদ্ধদশার মহানদীতে নিমজ্জিত হচ্ছে, যা তাকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধাম থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করে।

শ্লোক ১৬

অনুর্বৃহৎ কৃশঃ স্থূলো যো যো ভাবঃ প্রসিধ্যতি ।
সর্বোঽপ্যুভয়সংযুক্তঃ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥ ১৬ ॥

অনুঃ—ক্ষুদ্র; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **কৃশঃ**—শীর্ণ; **স্থূলঃ**—মোটা; **যঃ যঃ**—যা কিছুই; **ভাবঃ**—প্রকাশ; **প্রসিধ্যতি**—লক্ষিত হয়; **সর্বঃ**—সমস্ত; **অপি**—বস্তুত; **উভয়**—উভয়ের দ্বারা; **সংযুক্তঃ**—সংযুক্ত; **প্রকৃত্যা**—প্রকৃতির দ্বারা; **পুরুষেণ**—ভোগরত জীবাত্মা; **চ**—এবং।

অনুবাদ

এ জগতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ, কৃশ অথবা স্থূল, যা কিছু লক্ষিত হয়—সব কিছুই হচ্ছে জড়া প্রকৃতি এবং তার ভোক্তা জীবাত্মা সমন্বিত।

শ্লোক ১৭

যস্তু যস্যাদিরন্তশ্চ স বৈ মধ্যং চ তস্য সন্ ।
বিকারো ব্যবহারার্থো যথা তৈজসপার্থিবাঃ ॥ ১৭ ॥

যঃ—যে (কারণটি); **তু**—এবং; **যস্য**—যার (উৎপাদন); **আদিঃ**—আদি; **অন্তঃ**—অন্ত; **চ**—এবং; **সঃ**—সেই; **বৈ**—অবশ্যই; **মধ্যম্**—মধ্যে; **চ**—এবং; **তস্য**—সেই উৎপাদনের; **সন্**—হওয়া (প্রকৃত); **বিকারঃ**—বিকার; **ব্যবহার-অর্থঃ**—সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য; **যথা**—যেমন; **তৈজস**—স্বর্ণ থেকে উৎপন্ন (অগ্নি সংযোগে নির্মিত); **পার্থিবাঃ**—পার্থিব বস্তু।

অনুবাদ

আদিতে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা উপাদান রূপে রয়েছে। স্বর্ণ থেকে আমরা বাজু, কর্ণকুণ্ডলাদি স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণ করতে পারি এবং মৃত্তিকা থেকে আমরা মৃৎ পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি তৈরী করতে পারি। আদি উপাদান স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা, তাদের দ্বারা উৎপাদিত বস্তু পূর্বে থেকেই রয়েছে, আবার যখন উৎপাদনগুলি কালক্রমে নষ্ট হয়ে যাবে, তখন আদি উপাদান, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা থেকে যাবে। এইভাবে আদিতে এবং অন্তে যখন উপাদানগুলি বর্তমান থাকে, তার মধ্যেও অর্থাৎ, যে সময়ে তা থেকে বিশেষ কোন উৎপাদন, যাকে আমরা সুবিধামতো বাজু, কর্ণকুণ্ডল, পাত্র বা রেকাবী ইত্যাদি বিশেষ কোন নাম প্রদান করি, সেইরূপে নিশ্চয় থাকবে। অতএব আমরা বুঝতে পারি যে, উৎপাদন সৃষ্টির পূর্বে এবং তার বিনাশের পরেও যদি উপাদান কারণ বর্তমান থাকে, তবে প্রকাশিত পর্যায়েও নিশ্চয় তা উৎপাদনটির প্রকৃত ভিত্তি রূপে উপস্থিত থাকবে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, আদি কারণ নিশ্চয় কার্যের মধ্যে বর্তমান, তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, স্বর্ণ এবং মৃত্তিকা বিভিন্ন উৎপাদনের কারণ উপাদান হলেও, উৎপাদনগুলির মধ্যে স্বর্ণ এবং মৃত্তিকার অস্তিত্ব বর্তমান থাকে। উপাদানগুলির মূল স্বভাব ক্ষণস্থায়ী উৎপাদিত বস্তুগুলির মতো না হয়ে, সেই উপাদানগুলির মতোই থাকে, কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধার জন্য এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী উৎপাদনগুলির বিভিন্ন নাম প্রদান করে থাকি।

শ্লোক ১৮

যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্ ।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে ॥ ১৮ ॥

যৎ—যে (রূপ); **উপাদায়**—উপাদান কারণ রূপে গ্রহণ করে; **পূর্বঃ**—পূর্বের কারণ (যেমন মহত্তত্ব); **তু**—এবং; **ভাবঃ**—বস্তু; **বিকুরুতে**—বিকাররূপে উৎপাদন করে; **অপরম্**—দ্বিতীয় বস্তু (যেমন অহংকার উপাদান); **আদিঃ**—প্রারম্ভ; **অন্তঃ**—শেষ; **যদা**—যখন; **যস্য**—যার (উৎপাদনের); **তৎ**—সেই (কারণ); **সত্যম্**—প্রকৃত; **অভিধীয়তে**—বলা হয়।

অনুবাদ

মূল উপাদানে নির্মিত একটি জড় বস্তু, রূপান্তরের মাধ্যমে অন্য একটি জড় বস্তু সৃষ্টি করে। এইভাবে একটি সৃষ্ট বস্তু অন্য একটি সৃষ্ট বস্তুর কারণ এবং ভিত্তি হয়ে থাকে। আদি-অন্ত সমন্বিত অন্য একটি বস্তুর মূল স্বভাবযুক্ত কোনও বিশেষ বস্তুকে বাস্তব বলা যায়।

তাৎপর্য

মৃৎ পাত্রের সরল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। মৃত্তিকা থেকে উৎপন্ন কর্দমপিণ্ড দ্বারা মৃৎ-পাত্র তৈরি হয়। এই ক্ষেত্রে কর্দমপিণ্ডের আদি উপাদান হচ্ছে মৃত্তিকা, এবং বাস্তবে কর্দমপিণ্ডটিই হচ্ছে পাত্রটির মূল কারণ। পাত্রটি ধ্বংস হলে তা পুনরায় কর্দম নাম গ্রহণ করবে, আর অবশেষে তার আদি কারণ মৃত্তিকার সঙ্গে মিশে যাবে। মৃৎপাত্রের জন্য কর্দম হচ্ছে আদি এবং অন্তিম পর্যায়; এইভাবে পাত্রটিকে বলা হয় বাস্তব, কেননা তার মধ্যে কর্দমের আদি বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে, যেগুলি তার পাত্র হিসাবে কার্য করার পূর্বে ছিল এবং পরেও থাকবে। তেমনই, কর্দমের পূর্বে এবং পরে মৃত্তিকার অস্তিত্ব থাকে, তাই কর্দমকে বাস্তব বলা যেতে পারে, কেননা তার মধ্যে মৃত্তিকার মূল বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা কর্দমের অস্তিত্বের পূর্বে এবং পরেও বর্তমান থাকে। ঠিক তেমনই, মহত্তত্ব থেকে মৃত্তিকাদি উপাদান সৃষ্টি হয়, আর মহত্তত্ব সেই উপাদান মৃত্তিকার পূর্বে এবং পরে বর্তমান থাকে। তাই উপাদানগুলিকে বাস্তব বলা যায় কেননা সে সবের মধ্যে মহত্তত্ত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। সর্বোপরি সর্বকারণের কারণ, যিনি সমস্ত কিছু বিনাশের পরেও বর্তমান থাকেন, সেই পরমেশ্বর ভগবানই মহৎ তত্ত্বের স্রষ্টা। পরম সত্য, পরম প্রভু স্বয়ং একের পর এক সমস্ত কিছুর অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য প্রদান করছেন।

শ্লোক ১৯

প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তৎত্রিতয়ং ত্বহম্ ॥ ১৯ ॥

প্রকৃতিঃ—জড়া প্রকৃতি; **যস্য**—যার (ব্রহ্মাণ্ডের উৎপন্ন প্রকাশ); **উপাদানম্**—উপাদান কারণ; **আধারঃ**—ভিত্তি; **পুরুষঃ**—পুরুষোত্তম ভগবান; **পরঃ**—পরম; **সতঃ**—বাস্তবের (প্রকৃতি); **অভিব্যঞ্জকঃ**—উত্তেজক শক্তি; **কালঃ**—কাল; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **তৎ**—এই; **ত্রিতয়ম্**—তিনটি তিনটি করে; **তু**—কিন্তু; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আদি উপাদান এবং অন্তিম পর্যায়ের স্বভাব বিশিষ্ট জড় ব্রহ্মাণ্ডকে বাস্তব মনে করা যেতে পারে। কালশক্তির দ্বারা প্রকাশিত প্রকৃতির বিশ্রাম স্থল হচ্ছেন ভগবান মহাবিষ্ণু। এইভাবে প্রকৃতি, সর্বশক্তিমান বিষ্ণু এবং কাল, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমা হতে অভিন্ন।

তাৎপর্য

জড়া প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের অংশ প্রকাশ শ্রীমহাবিষ্ণুর শক্তি, এবং ভগবানের কার্যকলাপের প্রতিনিধিত্ব করে কাল। ভগবান তাঁর শক্তি এবং অংশ প্রকাশের মাধ্যমে সমস্ত কিছুর সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয় সাধন করে থাকেন। এইভাবে কাল এবং প্রকৃতি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবক। অন্যভাবে বলা যায়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য, কেননা স্বয়ং তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব বর্তমান।

শ্লোক ২০

সর্গঃ প্রবর্ততে তাবৎ পৌর্বাপর্যেণ নিত্যশঃ ।
মহান্ গুণবিসর্গার্থঃ স্থিত্যন্তো যাবদীক্ষণম্ ॥ ২০ ॥

সর্গঃ—সৃষ্টি; **প্রবর্ততে**—বর্তমান থাকে; **তাবৎ**—সেই পর্যন্ত; **পূর্ব-অপর্যেণ**—পিতা-মাতা এবং সন্তানাদিরূপে; **নিত্যশঃ**—একাদিক্রমে; **মহান্**—সমৃদ্ধিপূর্ণ; **গুণবিসর্গ**—জড়গুণের বৈচিত্র্যময় প্রকাশের; **অর্থঃ**—উদ্দেশ্যে; **স্থিতি-অন্তঃ**—তার পালনের শেষ অবধি; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত, **ঈক্ষণম্**—পরম পুরুষ ভগবানের দৃষ্টি নিক্ষেপ।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান যতক্ষণ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করে চলেন, ততক্ষণই ক্ষুদ্র এবং বৈচিত্র্যময় জাগতিক সৃষ্টি প্রবাহ একাদিক্রমে প্রকাশ করার মাধ্যমে জড় জগতের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

তাৎপর্য

কালের দ্বারা তাড়িত হয়ে, মহত্তত্ত্বই জগতের উপাদান কারণ হলেও, এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সমস্ত কিছুর অস্তিত্বের অন্তিম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। পরমেশ্বরের ঈক্ষণ ছাড়া কাল এবং প্রকৃতি হচ্ছে

শক্তিহীন। জীবেরা ৮৪,০০০০০ বিভিন্ন প্রজাতির মাধ্যমে বিশেষ কোন পিতামাতার সন্তানাদিরূপে এবং বিশেষ কোন সন্তানাদির পিতামাতারূপে জীবন উপভোগ করতে চেষ্টা করছে। তাই বদ্ধজীবেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ভগবান অসীম জড় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২১

বিরাণ্ময়াসাদ্যমানো লোককল্পবিকল্পকঃ ।
পঞ্চত্বায় বিশেষায় কল্পতে ভুবনৈঃ সহ ॥ ২১ ॥

বিরাট—বিরাটরূপ; **ময়া**—আমার দ্বারা; **আসাদ্যমানঃ**—ব্যাপ্ত হয়ে; **লোক**—লোকসমূহের; **কল্প**—পুনঃপুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের; **বিকল্পকঃ**—বৈচিত্র্যপ্রকাশক; **পঞ্চত্বায়**—পঞ্চ উপাদান সৃষ্টির প্রাথমিক প্রকাশ; **বিশেষায়**—বৈচিত্র্যে; **কল্পতে**—প্রদর্শনক্ষম; **ভুবনৈঃ**—বিভিন্ন ভুবনের দ্বারা; **সহ**—সমন্বিত হয়ে।

অনুবাদ

বিভিন্ন লোক সমূহের পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় সাধন করার মাধ্যমে, অসীম বৈচিত্র্য প্রদর্শনকারী, বিরাটরূপের আধার হচ্ছি আমি। মূলতঃ সুপ্ত পর্যায়ে সমস্ত লোক সমন্বিত আমার বিরাটরূপ, পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে সামঞ্জস্য বিধান করে সৃষ্ট জগতের বৈচিত্র্য প্রকাশ করে।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, *ময়া* শব্দটি নিত্য কালরূপী ভগবানকে সূচিত করে।

শ্লোক ২২-২৭

অন্নে প্রলীয়তে মর্ত্যমন্নং ধানাসু লীয়তে ।
ধানা ভূমৌ প্রলীয়ন্তে ভূমির্গন্ধে প্রলীয়তে ॥ ২২ ॥
অপ্সু প্রলীয়তে গন্ধ আপশ্চ স্বগুণে রসে ।
লীয়তে জ্যোতিষি রসো জ্যোতী রূপে প্রলীয়তে ॥ ২৩ ॥
রূপং বায়ৌ স চ স্পর্শে লীয়তে সোহপি চাম্বরে ।
অম্বরং শব্দতন্মাত্রে ইন্দ্রিয়াণি স্বযোনিষু ॥ ২৪ ॥
যোনির্বৈকারিকে সৌম্য লীয়তে মনসীশ্বরে ।
শব্দো ভূতাদিমপ্যেতি ভূতাদির্মহতি প্রভুঃ ॥ ২৫ ॥

স লীয়তে মহান্ স্বেষু গুণেষু গুণবত্তমঃ ।
তেঽব্যক্তে সম্প্রলীয়ন্তে তৎকালে লীয়তেঽব্যয়ে ॥ ২৬ ॥
কালো মায়াময়ে জীবে জীব আত্মনি ময্যজে ।
আত্মা কেবল আত্মস্থো বিকল্পাপায়লক্ষণঃ ॥ ২৭ ॥

অন্নে—অন্নে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **মর্ত্যম্**—মরণশীল দেহ; **অন্নম্**—খাদ্য; **ধানাসু**—শস্যের মধ্যে; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **ধানাঃ**—শস্য; **ভূমৌ**—ভূমিতে; **প্রলীয়ন্তে**—বিলীন হয়; **ভূমিঃ**—ভূমি; **গন্ধে**—গন্ধের মধ্যে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **অপ্সু**—জলে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **আপঃ**—জল; **চ**—এবং; **স্ব-গুণে**—নিজের গুণের মধ্যে; **রসে**—স্বাদ; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **জ্যোতিষি**—আগুনের মধ্যে; **রসঃ**—রস; **জ্যোতিঃ**—আগুন; **রূপে**—রূপে; **প্রলীয়তে**—বিলীন হয়; **রূপম্**—রূপ; **বায়ু**—বায়ুতে; **সঃ**—এটি; **চ**—এবং; **স্পর্শে**—স্পর্শে, **লীয়তে**—বিলীন হয়; **সঃ**—এটি; **অপি**—ও; **চ**—এবং; **অম্বরে**—আকাশে; **অম্বরম্**—আকাশ; **শব্দ**—শব্দে; **তৎ-মাত্রে**—তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **সঃ যোনিষু**—তাদের উৎস, দেবগণ; **যোনিঃ**—দেবগণ; **বৈকারিকে**—সাত্ত্বিক অহংকারে; **সৌম্য**—প্রিয় উদ্ধব; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **মনসি**—মনে; **ঈশ্বরে**—নিয়ামক; **শব্দঃ**—শব্দ; **ভূত আদিম্**—আদি অহংকারে; **অপ্যেতি**—বিলীন হয়; **ভূত আদিঃ**—অহংকার; **মহতি**—সমগ্র জড়া প্রকৃতিতে; **প্রভুঃ**—তেজস্বী; **সঃ**—সেই; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **মহান্**—সমগ্র জড়া প্রকৃতি; **স্বেষু**—নিজের মধ্যে; **গুণেষু**—ত্রিগুণ; **গুণবত্তমঃ**—গুণসমূহের অন্তিম ধাম; **তে**—তারা; **অব্যক্তে**—প্রকৃতির অব্যক্ত রূপে; **সম্প্রলীয়ন্তে**—সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়; **তৎ**—সেই; **কালে**—কালে; **লীয়তে**—বিলীন হয়; **অব্যয়ে**—অচ্যুতে; **কালঃ**—কাল; **মায়া-ময়ে**—দিব্য জ্ঞানময়; **জীবে**—পরমেশ্বরে, যিনি সমস্ত জীবকে কার্যকরী করেন; **জীবঃ**—সেই প্রভু; **আত্মনি**—পরমাত্মায়; **ময়ি**—আমাতে; **অজে**—অজ; **আত্মা**—আদি আত্মা; **কেবল**—কেবল; **আত্মস্থঃ**—আত্মস্থ; **বিকল্প**—সৃষ্টির দ্বারা; **অপায়**—এবং লয়; **লক্ষণঃ**—লক্ষণ সমন্বিত।

অনুবাদ

প্রলয়ের সময় জীবের মর্তদেহ অন্নে বিলীন হয়। অন্ন শস্যে বিলীন হয়, এবং শস্য ভূমিতে বিলীন হয়। ভূমি সূক্ষ্ম অনুভূতি গন্ধে বিলীন হয়। সুগন্ধ জলে বিলীন হয়, এবং জল আবার তার নিজ গুণ, রসে বিলীন হয়। রস বিলীন হয় অগ্নিতে, তা আবার রূপে বিলীন হয়। রূপ বিলীন হয় স্পর্শে, এবং স্পর্শ বিলীন

হয় আকাশে। আকাশ শেষে বিলীন হয় শব্দানুভূতিতে। হে মহানুভব উদ্ধব, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ তাদের নিজ নিজ উৎস অধিদেবগণের সঙ্গে, আর তারা নিয়ামক মনের সঙ্গে বিলীন হয়, তা আবার সাত্ত্বিক অহংকারে বিলীন হয়। শব্দ তামসিক অহংকারে এবং প্রথম ভৌতিক উপাদান সর্বশক্তিমান অহংকার সমগ্র প্রকৃতিতে বিলীন হয়। ত্রিগুণের প্রাথমিক আধার, সমগ্র জড়া প্রকৃতি গুণের মধ্যে বিলীন হয়। প্রকৃতির এই গুণগুলি তারপর প্রকৃতির অপ্রকাশিত রূপে বিলীন হয় এবং সেই অপ্রকাশিত রূপ কালের সঙ্গে বিলীন হয়। কাল বিলীন হয় পরমেশ্বরের সঙ্গে, যিনি সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ, সমস্ত জীবের আদি কার্যকারক রূপে বর্তমান। সমস্ত জীবনের আদি—অজ, পরমাত্মা, একাই আত্মস্থ হয়ে অবস্থিত আমাতে বিলীন হয়। তাঁর থেকেই সমস্ত সৃষ্টি এবং ধ্বংস প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

জড় জগতের প্রলয় হয় সৃষ্টির উল্টো পদ্ধতিতে এবং অবশেষে সব কিছুই পূর্ণরূপে তাঁর পরম পদে অধিষ্ঠিত পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিলীন হয়।

শ্লোক ২৮

এবমন্বীক্ষমাণস্য কথং বৈকল্পিকো ভ্রমঃ ।
মনসো হৃদি তিষ্ঠেত ব্যোম্নীবার্কোদয়ে তমঃ ॥ ২৮ ॥

এবম্—এইভাবে; **অন্বীক্ষমাণস্য**—যত্নসহকারে পরীক্ষমান; **কথম্**—কিভাবে; **বৈকল্পিকঃ**—দ্বন্দ্ব ভিত্তিক; **ভ্রমঃ**—মায়া; **মনসঃ**—তার মনের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **তিষ্ঠেত**—থাকতে পারেন; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **ইব**—ঠিক যেমন; **অর্ক**—সূর্যের; **উদয়ে**—উদয় হলে; **তমঃ**—অন্ধকার।

অনুবাদ

সূর্যোদয় যেমন আকাশের অন্ধকার দূর করে, তেমনই, দৃশ্যমান জগতের প্রলয়াত্মক বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ঐকান্তিক ভক্তের মনের মায়াময় দ্বন্দ্ব বিদূরীত করে। তাঁর হৃদয়ে কখনও মায়া প্রবেশ করলেও, তা সেখানে থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

উজ্জ্বল সূর্য যেমন আকাশের সমস্ত অন্ধকার দূর করে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উদ্ধবকে প্রদত্ত জ্ঞানের স্পষ্ট উপলব্ধি, জড় মনঃকল্পিত সমস্ত অজ্ঞতা বিদূরীত করে। তিনি তখন আর তাঁর জড় দেহকে আত্মা হিসাবে গ্রহণ করবেন না। এইরূপ মায়া সাময়িকভাবে তাঁর চেতনায় প্রকাশিত হলেও, তা তাঁর পারমার্থিক জ্ঞানের পুনর্জাগরণের প্রভাবে বিতাড়িত হবে।

শ্লোক ২৯

এষ সাংখ্যবিধিঃ প্রোক্তঃ সংশয়গ্রন্থিভেদনঃ ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং পরাবরদৃশা ময়া ॥ ২৯ ॥

এষঃ—এই; **সাংখ্য-বিধিঃ**—সাংখ্যপদ্ধতি (বিশ্লেষণাত্মক দর্শন); **প্রোক্তঃ**—উক্ত; **সংশয়**—সন্দেহের; **গ্রন্থি**—বন্ধন; **ভেদনঃ**—ভঙ্গকারী; **প্রতিলোমানুলোমাভ্যাম্**—প্রত্যক্ষ এবং বিপরীত, উভয়ভাবে; **পর**—চিজ্জগতের অবস্থিতি; **অবর**—এবং জড় জগতের নিকৃষ্ট অবস্থিতি; **দৃশা**—যথার্থ দ্রষ্টার দ্বারা; **ময়া**—আমার দ্বারা।

অনুবাদ

এইভাবে জড় এবং চিন্ময় সমস্ত কিছুর আদর্শ দ্রষ্টা, আমার দ্বারা সাংখ্য জ্ঞান বর্ণিত হল, সেই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দ্বারা সন্দেহের গ্রন্থি ছিন্ন হয়।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, যথার্থ সিদ্ধির পদ্ধতি নিয়ে অসংখ্য মিথ্যা যুক্তির উৎপাদন করে জড় মন জীবনের বহুবিধ ধারণা গ্রহণ এবং প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু যিনি পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তিনি স্পষ্ট বুদ্ধিতে সমস্ত কিছু দর্শন করতে পারেন। ভগবান কীভাবে সৃষ্টি এবং প্রলয় সাধন করেন, যিনি তা উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি নিজেকে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করে, পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবায় নিয়োজিত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'সাংখ্য দর্শন' নামক চতুর্বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

করতে পারি। সেই সময় আমরা জড় গুণাবলী থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের সূক্ষ্ম দেহ (মন, বুদ্ধি এবং অহংকার) ত্যাগ করে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারি। সূক্ষ্ম আবরণ বিনাশ করার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর কৃপায় আমরা পরম পূর্ণতা প্রাপ্ত হই।

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

গুণানামসংমিশ্রাণাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ ।
তন্মে পুরুষবর্যেদমুপধারয় শংসতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **গুণানাম্**—প্রকৃতির গুণাবলীর; **অসংমিশ্রাণাম্**—তাদের অসংমিশ্র অবস্থায়; **পুমান্**—মানুষ; **যেন**—যে গুণের দ্বারা; **যথা**—কিভাবে; **ভবেৎ**—সে হয়; **তৎ**—তা; **মে**—আমার দ্বারা; **পুরুষবর্য**—হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ; **ইদম্**—এই; **উপধারয়**—বুঝতে চেষ্টা কর; **শংসতঃ**—আমি যেভাবে বলছি।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, এক একটি জড় গুণের সংশ্রবের দ্বারা জীব কীভাবে বিশেষ কোন স্বভাব লাভ করে, তা এখন আমি তোমার নিকট বর্ণনা করব, অনুগ্রহ করে তা শ্রবণ কর।

তাৎপর্য

অসংমিশ্র বলতে বোঝায়, যা কোন কিছুর সঙ্গেই মিশ্রিত নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখন বর্ণনা করছেন কীভাবে জড়া-প্রকৃতির গুণাবলী (সত্ত্ব, রজ এবং তম) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য করে বদ্ধ জীবের বিশেষ বিশেষ ধরনের অবস্থার প্রকাশ ঘটায়। সর্বোপরি জীব সত্ত্বা হচ্ছে জড়গুণাতীত, কেননা সে হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশ, কিন্তু বদ্ধ জীবনে সে জড় গুণাবলীই প্রকাশ করে। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে সে সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২-৫

শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ ।
তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্বৃতিঃ ॥ ২ ॥
কাম ঈহা মদস্তৃষ্ণা স্তম্ভ আশীর্ভিদা সুখম্ ।
মদোৎসাহো যশঃপ্রীতির্হাস্যং বীর্যং বলোদ্যমঃ ॥ ৩ ॥

ক্রোধো লোভোঽনৃতং হিংসা যাচ্ঞা দম্ভঃ ক্লমঃকলিঃ ।
শোকমোহৌ বিষাদার্তী নিদ্রাশা ভীরনুদ্যমঃ ॥ ৪ ॥
সত্ত্বস্য রজসশ্চৈতাস্তমসশ্চানুপূর্বশঃ ।
বৃত্তয়ো বর্ণিতপ্রায়াঃ সন্নিপাতমথো শৃণু ॥ ৫ ॥

শমঃ—মনঃসংযম; **দমঃ**—ইন্দ্রিয় সংযম; **তিতিক্ষা**—সহিষ্ণুতা; **ঈক্ষা**—পার্থক্য নিরূপণ; **তপঃ**—কঠোরভাবে নিজ কর্তব্য পালন; **সত্যম্**—সত্যবাদিতা; **দয়া**—দয়া; **স্মৃতিঃ**—অতীত এবং ভবিষ্যৎ দর্শন; **তুষ্টিঃ**—সন্তুষ্টি; **ত্যাগঃ**—উদারতা; **অস্পৃহা**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে অনাসক্তি; **শ্রদ্ধা**—(গুরু এবং অন্যান্য সৎ ব্যক্তিদের প্রতি) শ্রদ্ধা; **হ্রীঃ**—(ভুল কাজের জন্য) লজ্জা; **দয়া-আদিঃ**—দান, সরলতা, বিনয় ইত্যাদি; **স্ব নির্বৃতিঃ**—আত্মানন্দ লাভ করা; **কামঃ**—জড় বাসনা; **ঈহা**—প্রচেষ্টা; **মদঃ**—স্পর্ধা; **তৃষ্ণা**—লাভ হওয়া সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি; **স্তম্ভঃ**—মিথ্যা গর্ব; **আশীঃ**—জাগতিক লাভের বাসনায় দেবগণের নিকট প্রার্থনা; **ভিদা**—ভিন্নতার মনোভাব; **সুখম্**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি; **মদ-উৎসাহঃ**—নেশার দ্বারা অর্জিত সাহস; **যশঃপ্রীতিঃ**—প্রশংসাপ্রিয়; **হাস্যম্**—উপহাস করা; **বীর্যম্**—নিজশক্তির প্রচার; **বল-উদ্যমঃ**—নিজশক্তি অনুসারে আচরণ করা; **ক্রোধঃ**—অসহ্য ক্রোধ; **লোভঃ**—কৃপণতা; **অনৃতম্**—মিথ্যা ভাষণ (শাস্ত্রে যা নেই তাকেই প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করা); **হিংসা**—শত্রুতা; **যাচ্ঞা**—ভিক্ষা করা; **দম্ভঃ**—দাম্ভিকতা; **ক্লমঃ**—ক্লান্তি; **কলিঃ**—কলহ; **শোক-মোহৌ**—অনুশোচনা এবং মোহ; **বিষাদ-আর্তী**—দুঃখ এবং মিথ্যা বিনয়; **নিদ্রা**—মন্দ; **আশা**—মিথ্যা আশা; **ভীঃ**—ভয়; **অনুদ্যমঃ**—প্রচেষ্টার অভাব; **সত্ত্বস্য**—সত্ত্বগুণে; **রজসঃ**—রজোগুণে; **চ**—এবং; **এতাঃ**—এই সমস্ত; **তমসঃ**—তমোগুণের; **চ**—এবং; **অনু-পূর্বশঃ**—একের পর এক; **বৃত্তয়ঃ**—কার্যকলাপ; **বর্ণিত**—বর্ণিত; **প্রায়াঃ**—প্রায়ই; **সন্নিপাতম্**—সমন্বয়; **অথঃ**—এখন; **শৃণু**—শ্রবণ কর।

অনুবাদ

মনঃসংযম, সহিষ্ণুতা, পার্থক্য নিরূপণ, নিজ কর্তব্য-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, দয়া, অতীত এবং ভবিষ্যতের সতর্ক অনুশীলন, যে কোন অবস্থায় সন্তুষ্টি, উদারতা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বর্জন, গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, খারাপ কাজের জন্য লজ্জিত বোধ করা, দান, সরলতা, বিনয় এবং আত্মতুষ্টি এই সমস্ত হচ্ছে সত্ত্বগুণের লক্ষণ। জড়বাসনা, অতিরিক্ত প্রচেষ্টা, স্পর্ধা, লাভ করা সত্ত্বেও অসন্তুষ্টি, মিথ্যা গর্ব, জাগতিক উন্নতির জন্য প্রার্থনা, নিজেকে অন্যদের থেকে ভিন্ন এবং উৎকৃষ্টতর বলে মনে করা, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যুদ্ধের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ, আত্ম প্রসংশা শুনতে ভালো লাগা, অন্যদের প্রতি উপহাস করার প্রবণতা, নিজের ক্ষমতার প্রচার করা এবং নিজশক্তি সম্পাদিত

কর্মের গুণগান করা—এই সমস্ত হচ্ছে রজোগুণের লক্ষণ। অসহ্য ক্রোধ, কৃপণতা, শাস্ত্রবহির্ভূত কথা বলা, হিংসা বিদ্বেষ, পরগাছার মতো জীবন ধারণ, খামখেয়ালী, ক্লান্তি, কলহ, অনুশোচনা, মোহ, অসন্তুষ্টি, হতাশা, অতিরিক্ত নিদ্রা, মিথ্যা আশা, ভয় এবং আলস্য—এই সমস্ত হচ্ছে তমোগুণের প্রধান প্রধান লক্ষণ। এবার ত্রিগুণের মিশ্রণ সম্বন্ধে শ্রবণ কর।

শ্লোক ৬

সন্নিপাতস্ত্বহমিতি মমেত্যুদ্ধব যা মতিঃ ।
ব্যবহারঃ সন্নিপাতো মনোমাত্রেন্দ্রিয়াসুভিঃ ॥ ৬ ॥

সন্নিপাতঃ—গুণাবলীর সমন্বয়; **তু**—এবং; **অহম্ ইতি**—"আমি"; **মম ইতি**—"আমার"; **উদ্ধব**—হে উদ্ধব; **যা**—যেটি; **মতিঃ**—মনোভাব; **ব্যবহারঃ**—সাধারণ ক্রিয়াকলাপ; **সন্নিপাতঃ**—সমন্বয়; **মনঃ**—মনের দ্বারা; **মাত্রা**—তন্মাত্র; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সকল; **অসুভিঃ**—এবং প্রাণবায়ু।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, "আমি" এবং "আমার" এই মনোভাবের মধ্যে ত্রিগুণের সমন্বয় বর্তমান। এই জগতের সাধারণ আদান প্রদান, যা মন, তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল এবং ভৌতিক দেহের প্রাণ বায়ুর দ্বারা সাধিত হয়, এই সবই গুণাবলীর সমন্বয় ভিত্তিক।

তাৎপর্য

"আমি" এবং "আমার" এই মায়াময় ধারণার সৃষ্টি হয় প্রকৃতির ত্রিগুণের সমন্বয়ে। সাত্ত্বিক ব্যক্তি অনুভব করতে পারেন "আমি শান্ত"। রজোগুণী লোক ভাবতে পারেন "আমি কামুক"। আর তমোগুণী লোক ভাবতে পারেন "আমি ক্রুদ্ধ"। তেমনই কেউ ভাবতে পারেন "আমার শান্তি" "আমার কাম-বাসনা" "আমার ক্রোধ"। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে শান্ত মনোভাবের, তিনি এই জগতে কাজ করতেই পারবেন না, কোন কাজেই উৎসাহ পাবেন না। তেমনই যে ব্যক্তি কামবাসনায় মগ্ন, তিনি অন্তত কিছু শান্তি অথবা আত্মসংযম ব্যতিরেকে অন্ধের মতো বোধ করবেন। অন্যান্য গুণের মিশ্রণ ব্যতিরেকে ক্রোধী ব্যক্তি কোন কর্ম সম্পাদন করতে পারেন না। এইভাবে আমরা দেখি যে, জড়া প্রকৃতির গুণাবলী শুদ্ধ, অবিমিশ্রভাবে কাজ করে না বরং সেগুলি অন্যান্য গুণের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ার ফলে এ জগতের সাধারণ কার্যকলাপ সম্ভব হয়। অবশেষে আমাদের ভাবা উচিত "আমি হচ্ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস" এবং "আমার একমাত্র সম্পদ হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা"। এই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণাতীত শুদ্ধস্তরের চেতনা।

শ্লোক ৭

ধর্মে চার্থে চ কামে চ যদাসৌ পরিনিষ্ঠিতঃ ।
গুণানাং সন্নিকর্ষোঽয়ং শ্রদ্ধারতিধনাবহঃ ॥ ৭ ॥

ধর্মে—ধর্মে; চ—এবং; অর্থে—আর্থিক উন্নয়নে; চ—এবং; কামে—ইন্দ্রিয়তর্পণে; চ—এবং; যদা—যখন; অসৌ—এই জীব; পরিনিষ্ঠিতঃ—নিষ্ঠা পরায়ণ হয়; গুণানাম্—প্রকৃতির গুণাবলীর; সন্নিকর্ষঃ—সংমিশ্রণ; অয়ম্—এই; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; রতি—ইন্দ্রিয় সম্ভোগ; ধন—এবং ধন; আবহঃ—প্রত্যেকে যা আনায়ন করে।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে ধর্মকর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণে নিয়োজিত করে এবং তার ফলে যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং ইন্দ্রিয় উপভোগ লাভ হয়, তা জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের সংমিশ্রণের ফল প্রদর্শন করে।

তাৎপর্য

ধর্ম কর্ম, আর্থিক উন্নয়ন এবং ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রকৃতির গুণের মধ্যে অবস্থিত, এবং যে বিশ্বাস, সম্পদ এবং সম্ভোগ লাভ হয় তা স্পষ্টভাবে সূচিত করে, সেই ব্যক্তির সেই বিশেষ অবস্থান হচ্ছে প্রকৃতির গুণের প্রকাশ।

শ্লোক ৮

প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে ।
স্বধর্মে চানু তিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা ॥ ৮ ॥

প্রবৃত্তি—জাগতিক ভোগের পন্থা; লক্ষণে—লক্ষণে; নিষ্ঠা—নিষ্ঠা; পুমান্—মানুষের; যর্হি—যখন; গৃহ-আশ্রমে—গৃহস্থ-জীবনে; স্ব-ধর্মে—অনুমোদিত কর্তব্যে; চ—এবং; অনু—পরে; তিষ্ঠেত—অবস্থান করে; গুণানাম্—প্রকৃতির গুণের; সমিতিঃ—সমন্বয়; হি—অবশ্যই; সা—এই।

অনুবাদ

যখন কেউ পারিবারিক জীবনের প্রতি আসক্ত হয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা করে, আর সেইজন্যেই ধর্মীয় এবং পেশাগত কর্তব্যে অধিষ্ঠিত হয়, তখন প্রকৃতির গুণাবলীর সমন্বয় প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারে, স্বর্গে উপনীত হওয়ার জন্য পালিত ধমকর্ম হচ্ছে রাজসিক, সাধারণ পরিবার-জীবন উপভোগের জন্য পালিত ধর্ম হচ্ছে তামসিক,

এবং নিঃস্বার্থভাবে বর্ণাশ্রম অনুসারে পেশাগত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কৃত ধর্মাচরণ হচ্ছে সাত্ত্বিক। ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন, কীভাবে প্রকৃতির গুণের মধ্যে জাগতিক ধর্ম অভিব্যক্ত হয়।

শ্লোক ৯

পুরুষং সত্ত্বসংযুক্তমনুমীয়াচ্ছমাদিভিঃ ।
কামাদিভী রজোযুক্তং ক্রোধাদ্যৈস্তমসা যুতম্ ॥ ৯ ॥

পুরুষম্—মানুষ; **সত্ত্ব-সংযুক্তম্**—সত্ত্বগুণ সমন্বিত; **অনুমীয়াৎ**—অনুমান করা যাবে; **শম-আদিভিঃ**—তার ইন্দ্রিয় সংযমাদি গুণের দ্বারা; **কাম-আদিভিঃ**—কামাদির দ্বারা; **রজঃযুক্তম্**—রজোগুণী ব্যক্তি; **ক্রোধ-আদ্যৈঃ**—ক্রোধাদি দ্বারা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **যুতম্**—সমন্বিত।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি আত্মসংযমাদি গুণাবলী প্রদর্শন করেন তাঁকে সত্ত্বগুণপ্রধান বলে বুঝতে হবে। তেমনই, রাজসিক লোককে চেনা যায় তার কাম বাসনার দ্বারা, এবং ক্রোধাদি গুণাবলীর দ্বারা তমোগুণে আচ্ছন্ন মানুষকে বোঝা যায়।

শ্লোক ১০

যদা ভজতি মাং ভক্ত্যা নিরপেক্ষঃ স্বকর্মভিঃ ।
তং সত্ত্বপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ পুরুষং স্ত্রিয়মেব বা ॥ ১০ ॥

যদা—যখন; **ভজতি**—ভজনা করে; **মাম্**—আমাকে; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **নিরপেক্ষঃ**—ফলের প্রতি উদাসীন; **স্ব-কর্মভিঃ**—তার নিজের অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা; **তম্**—তাকে; **সত্ত্ব-প্রকৃতিম্**—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি; **বিদ্যাৎ**—বোঝা উচিত; **পুরুষম্**—পুরুষ মানুষ; **স্ত্রিয়ম্**—স্ত্রীলোক; **এব**—এমনকি; **বা**—বা।

অনুবাদ

যে কোন ব্যক্তি সে স্ত্রী হোক আর পুরুষ হোক, যে জড় আসক্তিরহিত হয়ে তার অনুমোদিত কর্তব্য আমার প্রতি নিবেদন করে প্রেমভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে তাকে সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বলে বুঝতে হবে।

শ্লোক ১১

যদা আশিষ আশাস্য মাং ভজেত স্বকর্মভিঃ ।
তং রজঃপ্রকৃতিং বিদ্যাৎ হিংসামাশাস্য তামসম্ ॥ ১১ ॥

যদা—যখন; আশিষঃ—আশীর্বাদ; আশাস্য—আশা করে; মাম্—আমাকে; ভজেত—ভজনা করে; স্ব-কর্মভিঃ—তার কর্তব্যের দ্বারা; তম্—সেই; রজঃ-প্রকৃতিম্—রজোগুণে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি; বিদ্যাৎ—বুঝতে হবে; হিংসাম—হিংস্রতা; আশাস্য—আশা করে; তামসম্—তমোগুণী ব্যক্তি।

অনুবাদ

যখন কোন ব্যক্তি তার অনুমোদিত কর্তব্যের দ্বারা জাগতিক লাভের আশায় আমার ভজনা করে তাকে রাজসিক স্বভাবের বলে বুঝতে হবে, আর যে অন্যদের বিরুদ্ধে হিংস্র আচরণ করার বাসনা নিয়ে আমার ভজনা করে সে হচ্ছে তমোগুণী।

শ্লোক ১২

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণা জীবস্য নৈব মে ।
চিত্তজা যৈস্তু ভূতানাং সজ্জমানো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ—তমোগুণ; ইতি—এইভাবে; গুণাঃ—গুণসমূহ; জীবস্য—জীবাত্মার; ন—না; এব—বস্তুত; মে—আমার প্রতি; চিত্ত-জাঃ—মনের মধ্যে প্রকাশিত; যৈঃ—যে গুণের দ্বারা; তু—এবং; ভূতানাম্—জড় সৃষ্টির প্রতি; সজ্জমানঃ—আসক্ত হয়ে; নিবধ্যতে—আবদ্ধ হয়।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ এবং তম—প্রকৃতির এই ত্রিগুণ জীবসত্ত্বাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু আমাকে নয়। মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে সেগুলি জীবাত্মাকে জড়দেহ এবং অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর প্রতি আসক্ত হতে প্রলোভিত করে। এইভাবে জীবাত্মা আবদ্ধ হয়।

তাৎপর্য

জীবসত্ত্বা হচ্ছে ভগবানের মায়াময় জড়াশক্তির দ্বারা বিহ্বল হওয়ার প্রবণতা সম্পন্ন তটস্থাশক্তি। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মায়াধীশ। মায়া কখনই ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের অর্থাৎ তাঁর নিত্য সেবকগণের চিরন্তন উপাস্য।

জড়া শক্তির মধ্যে প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রকাশিত হয়। যখন বদ্ধ জীব কোন একটি জড় মনোভাব অবলম্বন করে, সেই মনোভাব অনুসারেই তখন তার উপর গুণগুলি তাদের প্রভাব আরোপ করে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তাঁর মনকে পবিত্র করেন, প্রকৃতির গুণগুলি তাঁর উপর আর কার্যকরী হয় না, কেননা চিন্ময়স্তরে তাদের কোন প্রভাব থাকে না।

শ্লোক ১৩

যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্ ।
তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্ ॥ ১৩ ॥

যদা—যখন; ইতরৌ—আর দুটি; জয়েৎ—জয় করে, সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; ভাস্বরম্—দীপ্তিমান; বিশদম্—শুদ্ধ; শিবম্—মঙ্গলময়; তদা—তখন; সুখেন—সুখের সঙ্গে; যুজ্যেত—সমন্বিত হয়; ধর্ম—ধর্ম পরায়ণতার দ্বারা; জ্ঞান—জ্ঞান; আদিভিঃ—এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলী; পুমান্—মানুষ।

অনুবাদ

যখন প্রকাশক, শুদ্ধ এবং মঙ্গলময় সত্ত্বগুণ, রজ এবং তমোগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সুখ, ন্যায়নীতি, জ্ঞান এবং অন্যান্য সদ্ গুণাবলীর দ্বারা ভূষিত হয়।

তাৎপর্য

সত্ত্বগুণে মানুষ তার মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

শ্লোক ১৪

যদা জয়েৎ তমঃ সত্ত্বং রজঃ সঙ্গং ভিদা চলম্ ।
তদা দুঃখেন যুজ্যেত কর্মণা যশসা শ্রিয়া ॥ ১৪ ॥

যদা—যখন; জয়েৎ—জয় করে; তমঃ—তমোগুণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; রজঃ—রজোগুণ; সঙ্গম্—আসক্তির (কারণ); ভিদা—প্রভেদ; চলম্—এবং পরিবর্তন; তদা—তখন; দুঃখেন—দুঃখের দ্বারা; যুজ্যেত—ভূষিত হয়; কর্মণা—জড় কর্মের দ্বারা; যশসা—যশের আশায়; শ্রিয়া—এবং ঐশ্বর্যের দ্বারা।

অনুবাদ

যখন আসক্তি, বিভেদ এবং কার্য সৃষ্টিকারী রজোগুণ, তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণের উপর বিজয় প্রাপ্ত হয়, তখন মানুষ সম্মান এবং সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে শুরু করে। এইভাবে রজোগুণের প্রভাবে সে উদ্বেগযুক্ত সংগ্রাম করে চলে।

শ্লোক ১৫

যদা জয়েদ্রজঃ সত্ত্বং তমো মূঢ়ং লয়ং জড়ম্ ।
যুজ্যেত শোকমোহাভ্যাং নিদ্রয়া হিংসয়াশয়া ॥ ১৫ ॥

যদা—যখন; জয়েৎ—জয় করে; রজঃ সত্ত্বম্—রজোগুণ এবং সত্ত্বগুণ; তমঃ—তমোগুণ; মূঢ়ম্—বিচারবোধ শূন্য; লয়ম্—চেতনাকে আবৃত করে; জড়ম্—প্রচেষ্টাশূন্য; যুজ্যেত—সমন্বিত হয়; শোক—অনুশোচনার দ্বারা; মোহাভ্যাম্—এবং বিভ্রান্তি; নিদ্রয়া—অতিরিক্ত নিদ্রার দ্বারা; হিংসয়া—হিংস্র গুণাবলীর দ্বারা; আশয়া—এবং মিথ্যা আশা।

অনুবাদ

যখন তমোগুণ, রজ এবং সত্ত্বগুণকে পরাস্ত করে, তখন তা মানুষের চেতনাকে আবৃত করে তাকে নিরেট ও মূর্খে পরিণত করে। মায়া এবং অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে তখন সে তমোগুণে অতিরিক্ত নিদ্রা যায়, মিথ্যা আশা করে চলে, এবং অন্যদের প্রতি হিংস্রতা প্রদর্শন করে।

শ্লোক ১৬

যদা চিত্তং প্রসীদেত ইন্দ্রিয়াণাং চ নির্বৃতিঃ ।
দেহেঽভয়ং মনোঽসঙ্গং তৎ সত্ত্বং বিদ্ধি মৎপদম্ ॥ ১৬ ॥

যদা—যখন; চিত্তম্—চেতনা; প্রসীদেত—স্পষ্ট হয়; ইন্দ্রিয়াণাম্—ইন্দ্রিয়সমূহের; চ—এবং; নির্বৃতিঃ—জড় কর্মের নিবৃত্তি; দেহে—দেহে; অভয়ম্—নির্ভয়তা; মনঃ—মনের; অসঙ্গম্—অনাসক্তি; তৎ—সেই; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; বিদ্ধি—জানবে; মৎ—আমার উপলব্ধি; পদম্—যে পর্যায়ে এরূপ লাভ হয়।

অনুবাদ

চেতনা যখন স্বচ্ছ এবং ইন্দ্রিয়গুলি জড়ের প্রতি অনাসক্ত হয়, তখন তিনি জড়দেহে ভয়শূন্যতা এবং মনে অনাসক্তি অনুভব করেন। এই অবস্থাকে তুমি সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বলে জানবে, যার মাধ্যমে আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ হয়।

শ্লোক ১৭

বিকুর্বন্ ক্রিয়য়া চাধীরনিবৃত্তিশ্চ চেতসাম্ ।
গাত্রাস্বাস্থ্যং মনো ভ্রান্তং রজ এতৈর্নিশাময় ॥ ১৭ ॥

বিকুর্বন্—বিকৃতি হয়ে; ক্রিয়য়া—কার্যের দ্বারা; চ—এবং; আ—পর্যন্তও; ধীঃ—বুদ্ধি; অনিবৃত্তিঃ—বন্ধ করতে অক্ষমতা; চ—এবং; চেতসাম্—বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহের চেতনাযুক্ত অংশে; গাত্র—কর্মেন্দ্রিয়ের; অস্বাস্থ্যম্—অসুস্থ অবস্থায়; মনঃ—মন; ভ্রান্তম্—বিভ্রান্ত; রজঃ—রজোগুণ; এতৈঃ—এই সমস্ত লক্ষণের দ্বারা; নিশাময়—তোমার বোঝা উচিত।

অনুবাদ

অতিরিক্ত কার্যের ফলে বুদ্ধির বিকৃতি, জড় বস্তু থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অক্ষমতা, দৈহিক কর্মেন্দ্রিয়গুলির অসুস্থ অবস্থা, এবং অস্থির মনের বিভ্রান্তি—এই সকল লক্ষণকে তুমি রজোগুণ বলে জানবে।

শ্লোক ১৮

সীদচ্চিত্তং বিলীয়েত চেতসো গ্রহণেঽক্ষমম্ ।
মনো নষ্টং তমো গ্লানিস্তমস্তদুপধারয় ॥ ১৮ ॥

সীদৎ—ব্যর্থ হয়ে; চিত্তম্—চেতনার উন্নততর ক্ষমতা; বিলীয়েত—বিলীন হয়; চেতসঃ—চেতনা; গ্রহণে—নিয়ন্ত্রণে; অক্ষমম্—অক্ষম; মনঃ—মন; নষ্টম্—নষ্ট; তমঃ—অজ্ঞতা; গ্লানিঃ—গ্লানি; তমঃ—তমোগুণ; তৎ—সেই; উপধারয়—তোমার বোঝা উচিত।

অনুবাদ

যখন কারও উচ্চতর চেতনা ব্যর্থ হয়ে বিলুপ্ত হয় এবং অবশেষে মনোনিবেশ করতে অক্ষম হয়, তখন তার মন বিধ্বস্ত হয়ে অজ্ঞতা এবং হতাশা প্রকাশ করে। এই অবস্থাকে তুমি তমোগুণের প্রাধান্য বলে জানবে।

শ্লোক ১৯

এধমানে গুণে সত্ত্বে দেবানাং বলমেধতে ।
অসুরাণাং চ রজসি তমস্যুদ্ধব রক্ষসাম্ ॥ ১৯ ॥

এধমানে—বর্ধিত হলে; গুণে—গুণে; সত্ত্বে—সত্ত্বগুণের; দেবানাম্—দেবগণের; বলম্—শক্তি; এধতে—বর্ধিত হয়; অসুরাণাম্—দেবগণের শত্রুদের; চ—এবং; রজসি—যখন রজোগুণ বর্ধিত হয়; তমসি—যখন তমোগুণ বর্ধিত হয়; উদ্ধব—হে উদ্ধব; রক্ষসাম্—মানুষ ভক্ষণকারী রাক্ষসদের।

অনুবাদ

হে উদ্ধব, সত্ত্বগুণ বর্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবগণের বল বৃদ্ধি হয়। যখন রজোগুণ বর্ধিত হয় তখন অসুরদের শক্তি বর্ধিত হয়। আর তমোগুণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাপিষ্ঠ লোকেদের শক্তি বৃদ্ধি হয়।

শ্লোক ২০

সত্ত্বাজ্জাগরণং বিদ্যাদ্ রজসা স্বপ্নমাদিশেৎ ।
প্রস্বাপং তমসা জন্তোস্তুরীয়ং ত্রিষু সন্ততম্ ॥ ২০ ॥

সত্ত্বাৎ—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **জাগরণম্**—জাগ্রত চেতনা; **বিদ্যাৎ**—বোঝা উচিত; **রজসা**—রজোগুণের দ্বারা; **স্বপ্নম্**—নিদ্রা; **আদিশেৎ**—সূচিত হয়; **প্রস্বাপম্**—গভীর নিদ্রা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **জন্তোঃ**—জীবের; **তুরীয়ম্**—চতুর্থ, দিব্য পর্যায়; **ত্রিষু**—তিনটির উপর; **সন্ততম্**—ব্যক্ত।

অনুবাদ

আমাদের বুঝতে হবে যে, সচেতন জাগ্রত অবস্থা আসে সত্ত্বগুণ থেকে, স্বপ্ন সহ নিদ্রা আসে রজোগুণ থেকে, এবং গভীর স্বপ্নহীন নিদ্রা আসে তমোগুণ থেকে। চেতনার চতুর্থ পর্যায়টি এই তিনটিকে ব্যপ্ত করে এবং তা হচ্ছে দিব্য।

তাৎপর্য

আমাদের আদি কৃষ্ণ-চেতনা আত্মার মধ্যে সর্বদাই বর্তমান এবং তা সাধারণ জাগ্রত অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা আর স্বপ্নহীন নিদ্রিত অবস্থা, চেতনার এই তিনটি পর্যায়ও তার সঙ্গে বর্তমান। প্রকৃতির গুণাবলীর দ্বারা আবৃত হয়ে এই চিন্ময় চেতনা প্রকাশ না হতে পারে, কিন্তু তা জীবের প্রকৃত স্বভাব রূপে নিত্য বর্তমান থাকে।

শ্লোক ২১

উপর্য্যুপরি গচ্ছন্তি সত্ত্বেন ব্রাহ্মণা জনাঃ ।
তমসাধোঽধ আমুখ্যাদ্ রজসান্তরচারিণঃ ॥ ২১ ॥

উপরি উপরি—উচ্চতর থেকে উচ্চতর; **গচ্ছন্তি**—গমন করে; **সত্ত্বেন**—সত্ত্বগুণের দ্বারা; **ব্রাহ্মণাঃ**—বৈদিক নীতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিগণ; **জনাঃ**—এরূপ লোকেরা; **তমসা**—তমোগুণের দ্বারা; **অধঃ অধঃ**—আরও অধিক নীচে; **আমুখ্যাৎ**—মুখ্যব্যক্তি থেকে; **রজসা**—রজোগুণ দ্বারা; **অন্তরচারিণঃ**—মধ্যাবস্থায় অবস্থিত থেকে।

অনুবাদ

বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ বিদ্বান ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণের দ্বারা উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উপনীত হন। পক্ষান্তরে তমোগুণ জীবকে নিম্ন থেকে নিম্নতর যোনিতে পতিত হতে বাধ্য করে। আর রজোগুণের দ্বারা সে মনুষ্য দেহের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে।

তাৎপর্য

দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন তমোগুণী শূদ্ররা সাধারণত জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গভীরভাবে অজ্ঞ। রজ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন, বৈশ্যরা সম্পদের জন্য গভীরভাবে আকাঙ্ক্ষা করে, পক্ষান্তরে, রজোগুণ সম্পন্ন ক্ষত্রিয়রা মান মর্যাদা এবং ক্ষমতা লাভের জন্য

আগ্রহী। যাঁরা অবশ্য সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তাঁরা সিদ্ধ জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন; তাই তাঁদের বলা হয় ব্রাহ্মণ। এই রূপ ব্যক্তিরা জড় জগতের সর্বোচ্চলোক ব্রহ্মার নিবাসস্থল ব্রহ্মলোক পর্যন্ত উন্নীত হন। তমোগুণে আচ্ছন্ন ব্যক্তি ধীরে ধীরে বৃক্ষ এবং প্রস্তরের মতো স্থাবর পর্যায়ে পতিত হয়, কিন্তু রজোগুণী লোকেরা, যারা জড়বাসনায় পূর্ণ, তারা বৈদিক সংস্কৃতির মধ্যে সন্তুষ্ট, মনুষ্য সমাজে বাস করতে অনুমোদিত।

শ্লোক ২২

সত্ত্বে প্রলীনাঃ স্বর্যান্তি নরলোকং রজোলয়াঃ ।
তমোলয়াস্তু নিরয়ং যান্তি মামেব নির্গুণাঃ ॥ ২২ ॥

সত্ত্বে—সত্ত্বগুণে; **প্রলীনাঃ**—যারা মারা যায়; **স্বঃ**—স্বর্গে; **যান্তি**—যান; **নর লোকম্**—নরলোকে; **রজঃলয়াঃ**—যারা রজোগুণে মারা যায়; **তমঃলয়াঃ**—যারা তমোগুণে মারা যায়; **তু**—এবং; **নিরয়ম্**—নরকে; **যান্তি**—গমন করে; **মাম্**—আমাতে; **এব**—অবশ্য; **নির্গুণাঃ**—যাঁরা গুণাতীত।

অনুবাদ

যারা সত্ত্বগুণে ইহ জগৎ ত্যাগ করে, তারা স্বর্গলোকে গমন করে, যারা রজোগুণে দেহত্যাগ করে তারা মনুষ্য জগতেই অবস্থান করে, এবং যারা তমোগুণে দেহ ত্যাগ করে তারা অবশ্যই নরকে গমন করে থাকে। কিন্তু যারা প্রকৃতির এই ত্রিগুণের প্রভাব থেকে মুক্ত, তারা আমার নিকট আগমন করে।

শ্লোক ২৩

মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম তৎ ।
রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্ ॥ ২৩ ॥

মৎ অর্পণম্—আমার প্রতি অর্পণ; **নিষ্ফলম্**—ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে সম্পাদন করা; **বা**—এবং; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণে; **নিজ**—নিজ কর্তব্যবোধে; **কর্ম**—কার্য; **তৎ**—সেই; **রাজসম্**—রজোগুণে; **ফলসঙ্কল্পম্**—কিছু ফলের আশায় সম্পাদিত; **হিংসা-প্রায়াদি**—হিংস্রতা, হিংসাদি দ্বারা কৃত; **তামসম্**—তমোগুণে।

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে আমার উদ্দেশ্যে নিবেদিত কর্মকে সাত্ত্বিক বলে বুঝতে হবে। ফল ভোগের বাসনা নিয়ে সম্পাদিত কার্য হচ্ছে রজোগুণী। আর হিংস্রতা এবং হিংসার দ্বারা তাড়িত হয়ে সম্পাদিত কার্য সাধিত হয় তমোগুণে।

তাৎপর্য

ফলাকাঙ্ক্ষা না করে ভগবানকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত কার্যকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলে মনে করা হয়, পক্ষান্তরে ভক্তিযুক্ত কার্য—যেমন জপ করা এবং ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা—এই সমস্ত হচ্ছে প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে দিব্যস্তরের ক্রিয়াকলাপ।

শ্লোক ২৪

কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকং চ যৎ ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥

কৈবল্যম্—অবিমিশ্র; **সাত্ত্বিকম্**—সত্ত্বগুণে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **রজঃ**—রজোগুণে; **বৈকল্পিকম্**—বহুবিধ; **চ**—এবং; **যৎ**—যা; **প্রাকৃতম্**—প্রাকৃত; **তামসম্**—তমোগুণে; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **মৎনিষ্ঠম্**—আমার প্রতি নিবিষ্ট; **নির্গুণম্**—গুণাতীত; **স্মৃতম্**—মনে করা হয়।

অনুবাদ

অবিমিশ্র জ্ঞান হচ্ছে সাত্ত্বিক, দ্বন্দ্বভিত্তিক জ্ঞান হচ্ছে রজোগুণ সম্ভূত এবং মূর্খ, জাগতিক জ্ঞান হচ্ছে তমোগুণজাত। আমার সম্পর্কিত জ্ঞান, কিন্তু, অপ্রাকৃত বলে জানবে।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, পরমপুরুষ সম্বন্ধীয় পারমার্থিক জ্ঞান হচ্ছে সাধারণ ধর্মীয় সাত্ত্বিক জ্ঞানের তুলনায় দিব্যস্তরের। সত্ত্বগুণে মানুষ সমস্ত কিছুর মধ্যে উচ্চতর চিন্ময় তত্ত্বের অস্তিত্ব অনুভব করেন। রজোগুণে সে জড়দেহ সম্পর্কীত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, এবং তমোগুণে জীব শিশুর মতো অকর্মণ্য ব্যক্তির মতো অনুভব করে, উচ্চতর চেতনা রহিত হয়ে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর প্রতি মনোনিবেশ করে।

শ্রীল জীব গোস্বামী এই শ্লোকের উপর বিস্তারিত ভাষ্য প্রদান করেছেন—জড় সত্ত্বগুণ থেকে পরম সত্য সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায় না। তিনি *শ্রীমদ্ভাগবত* (৬/১৪/২) থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন যে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত বহু দেবতাই দিব্য পুরুষ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারেননি। জাগতিক সত্ত্বগুণে মানুষ পুণ্যবান অথবা ধার্মিক হয়ে পারমার্থিক স্তরের উচ্চতর চেতনা সম্পন্ন হন। শুদ্ধসত্ত্ব, চিন্ময় স্তরে অবশ্য মানুষ জাগতিক পুণ্যের সঙ্গে কেবল সম্পর্ক বজায় না রেখে পরম সত্যের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে

প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেন। রজোগুণে বদ্ধ জীব তার নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতা এবং তার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে মনগড়া ধারণা করে ভগবদ্ধামের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনুরূপ ধারণা পোষণ করে। তমোগুণে জীব জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যরহিত হয়ে তার মনকে বিভিন্ন ধরনের আহার, নিদ্রা, আত্মরক্ষা এবং মৈথুন চিন্তায় মগ্ন করে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ করে। এইভাবে প্রকৃতির গুণের মধ্যে বদ্ধ জীব তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করতে অথবা নিজেদেরকে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি থেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করছে। কিন্তু যতক্ষণ না তাঁরা প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে, কৃষ্ণভাবনার দিব্যস্তরে উপনীত হতে পারছেন, ততক্ষণই তাঁদের স্বরূপগত, মুক্তস্তরের কার্যকলাপে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত হতে পারেন না।

শ্লোক ২৫

বনং তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে ।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতং তু নির্গুণম্ ॥ ২৫ ॥

বনম্—বন; **তু**—যেহেতু; **সাত্ত্বিকঃ**—সত্ত্বগুণে; **বাসঃ**—নিবাস; **গ্রামঃ**—গ্রাম্য পরিবেশ; **রাজসঃ**—রজোগুণে; **উচ্যতে**—বলা হয়; **তামসম্**—তমোগুণে; **দ্যূত সদনম্**—দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ; **মৎ-নিকেতম্**—আমার নিবাস; **তু**—কিন্তু; **নির্গুণম্**—গুণাতীত।

অনুবাদ

বনে বাস করা সাত্ত্বিক, শহরে বাসস্থান রজোগুণ সম্পন্ন, দ্যূতক্রীড়াঙ্গণ তমোগুণ প্রদর্শন করে, এবং আমি যে স্থানে বাস করি সেখানে বাস করা হচ্ছে গুণাতীত।

তাৎপর্য

বনে বৃক্ষ, বুনো শুয়োর এবং পোকামাকড় ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাণীরা বস্তুত রজ এবং তমোগুণে অবস্থিত। কিন্তু বনে অবস্থিত নিবাসকে সাত্ত্বিক বলে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা সেখানে মানুষ নির্জনে নিষ্পাপ, জাগতিক ঐশ্বর্য এবং রাজসিক লক্ষ্য বর্হিভূত জীবন যাপন করতে পারেন। ভারতীয় ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধি লাভের জন্য তপস্যা করতে পবিত্র বনে গমন করেছেন। এমনকি আমেরিকা এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে, থরোর মতো ব্যক্তিরা জাগতিক ঐশ্বর্য এবং সংস্রব নিরসনের জন্য বনে অবস্থান করার মাধ্যমে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এখানে *গ্রাম* শব্দটি নিজের গ্রামে বাস করাকে সূচিত করে। পরিবার-

জীবন হচ্ছে নিশ্চিতভাবে মিথ্যা গর্ব, মিথ্যা আশা, মিথ্যা স্নেহ, অনুশোচনা ও মায়ায় পূর্ণ, কেননা পারিবারিক সম্পর্কটি নেহাৎই দেহাত্মবুদ্ধি ভিত্তিক, তাই তা আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসদৃশ। *দ্যূত-সদনম্*—'দ্যূতক্রীড়ালয়' শব্দটির অর্থ, টাকা বাজি রাখা, দৌড়বাজি, একধরনের তাসের আড্ডা, বেশ্যালয় এবং অন্যান্য পাপাত্মক কর্মের স্থান, যা হচ্ছে তমোগুণে আচ্ছন্ন নিকৃষ্টতম স্তরে অবস্থিত। *মন্-নিকেতম্*—বলতে বোঝায় চিন্ময় জগতে ভগবানের নিজধাম, আর সেই সঙ্গে এই জগতে অবস্থিত তাঁর মন্দির সমূহ, যেখানে যথাযথ রূপে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা হয়। যে ব্যক্তি মন্দিরের বিধি-নিষেধাদি সুষ্ঠুভাবে পালন করে ভগবানের মন্দিরেই বসবাস করেন, তিনি চিন্ময় স্তরে বাস করছেন বলে বুঝতে হবে। এই শ্লোকগুলিতে ভগবান স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, সমস্ত দৃশ্যমান জড় জগৎকে প্রকৃতির গুণ অনুসারে তিনটি বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এবং অবশেষে চতুর্থটি, অর্থাৎ দিব্য বিভাগ—কৃষ্ণভাবনামৃত,—যা মনুষ্য সংস্কৃতিকে সর্বতোভাবে মুক্ত পর্যায়ে উপনীত করে।

শ্লোক ২৬

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ ॥ ২৬ ॥

সাত্ত্বিকঃ—সত্ত্বগুণে; **কারকঃ**—কর্মের কারক; **অসঙ্গী**—আসক্তিমুক্ত; **রাগ-অন্ধঃ**—ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ; **রাজসঃ**—রাজসিক কারক; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়; **তামসঃ**—তামসিক কারক; **স্মৃতি**—স্মৃতি থেকে; **বিভ্রষ্টঃ**—পতিত; **নির্গুণঃ**—গুণাতীত; **মৎ-অপাশ্রয়ঃ**—যে আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

আসক্তি মুক্ত কর্তা সাত্ত্বিক, ব্যক্তিগত বাসনার দ্বারা অন্ধ কর্তা রজোগুণী এবং যে কর্তা কীভাবে ভুল থেকে ঠিকভাবে বলতে হয় তা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সে তমোগুণে রয়েছে। কিন্তু যে কর্তা আমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাকে প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে বলে বুঝতে হবে।

তাৎপর্য

গুণাতীত কর্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর যথার্থ প্রতিনিধির নির্দেশনা অনুসারেই কেবল কার্য সম্পাদন করেন। ভগবানের তত্ত্বাবধানের আশ্রয় গ্রহণ করে, এই রূপ কর্তা, জড়া প্রকৃতির গুণের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।

শ্লোক ২৭

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী ।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াং তু নির্গুণা ॥ ২৭ ॥

সাত্ত্বিকী—সত্ত্বগুণে; আধ্যাত্মিকী—পারমার্থিক; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; কর্ম—কর্মে; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; তু—কিন্তু; রাজসী—রজোগুণে; তামসী—তমোগুণে; অধর্মে—অধর্মে; যা—যে; শ্রদ্ধা—বিশ্বাস; মৎ-সেবায়ম্—আমার প্রতি ভক্তিযোগে; তু—কিন্তু; নির্গুণা—গুণাতীত।

অনুবাদ

পারমার্থিক জীবনের প্রতি পরিচালিত শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণ সমন্বিত, সকাম কর্ম ভিত্তিক শ্রদ্ধা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, অধার্মিক কর্মে রত শ্রদ্ধা হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন, কিন্তু আমার প্রতি ভক্তিযোগে যুক্ত শ্রদ্ধা হচ্ছে বিশুদ্ধ রূপে গুণাতীত।

শ্লোক ২৮

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ।
রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্তিদাশুচি ॥ ২৮ ॥

পথ্যম্—লাভজনক; পূতম—শুদ্ধ; অনায়স্তম্—অনায়াস লব্ধ; আহার্য—খাদ্য; সাত্ত্বিকম্—সত্ত্বগুণ সম্পন্ন; স্মৃতম্—মনে করা হয়; রাজসম্—রজোগুণ সম্পন্ন; চ—এবং; ইন্দ্রিয়প্রেষ্ঠম্—ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যন্ত প্রিয়; তামসম—তমোগুণে; চ—এবং; আর্তিদ—দুঃখজনক; অশুচি—অশুচি।

অনুবাদ

স্বাস্থ্যকর, শুদ্ধ এবং অনায়াস লব্ধ খাদ্য বস্তু সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, যে খাদ্য ইন্দ্রিয়গুলিকে তাৎক্ষণিক সুখ প্রদান করে তা হচ্ছে রজোগুণ সম্পন্ন, এবং অপরিচ্ছন্ন ও দুঃখজনক খাদ্যবস্তু হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন।

তাৎপর্য

তমোগুণী খাদ্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি সৃষ্টি করে এবং শেষে অকাল মৃত্যু ঘটায়।

শ্লোক ২৯

সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্ ।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥

সাত্ত্বিকম্—সত্ত্বগুণে; সুখম্—সুখ; আত্ম-উত্থম্—আত্মা থেকে উদ্ভূত; বিষয়-উত্থম্—ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু থেকে উদ্ভূত; তু—কিন্তু; রাজসম্—রজোগুণে; তামসম্—তমোগুণে; মোহ—মোহ থেকে; দৈন্য—এবং অধঃপতন; উত্থম্—উদ্ভূত; নির্গুণম্—গুণাতীত; মৎ অপাশ্রয়ম্—আমার মধ্যে।

অনুবাদ

আত্মা থেকে উৎপন্ন সুখ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভিত্তিক সুখ হচ্ছে রাজসিক, এবং মোহ ও অধঃপতন মূলক সুখ হচ্ছে তমোগুণ সম্পন্ন। কিন্তু আমার মধ্যে যে সুখ লাভ করা যায় তা হচ্ছে গুণাতীত।

শ্লোক ৩০

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং কর্ম চ কারকঃ ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব এব হি ॥ ৩০ ॥

দ্রব্যম্—দ্রব্য; দেশঃ—স্থান; ফলম্—ফল; কালঃ—কাল; জ্ঞানম্—জ্ঞান; কর্ম—কর্ম; চ—এবং; কারকঃ—কারক; শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধা; অবস্থা—চেতনার স্তর; আকৃতিঃ—প্রজাতি; নিষ্ঠা—গন্তব্যস্থল; ত্রৈ-গুণ্যঃ—ত্রিগুণ সমন্বিত; সর্বঃ—এই সমস্ত; এব-হি—নিশ্চিতরূপে।

অনুবাদ

সুতরাং জড় দ্রব্য, স্থান, কর্মের ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, শ্রদ্ধা, চেতনার স্তর, জীবের প্রজাতি এবং মৃত্যুর পর গতি—এ সমস্তই জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ ভিত্তিক।

শ্লোক ৩১

সর্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ ॥ ৩১ ॥

সর্বে—সমস্ত; গুণময়া—প্রকৃতির গুণাবলী সৃষ্ট; ভাবাঃ—অবস্থা; পুরুষ—ভোগী আত্মার দ্বারা; অব্যক্ত—এবং সূক্ষ্ম প্রকৃতি; ধিষ্ঠিতাঃ—প্রতিষ্ঠিত এবং পালিত; দৃষ্টম্—দৃষ্ট; শ্রুতম্—শ্রুত; অনুধ্যাতম্—অনুধাবন করে; বুদ্ধ্যা—বুদ্ধির দ্বারা; বা—বা; পুরুষ-ঋষভ—পুরুষশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, জাগতিক সর্ব স্তরই ভোক্তা আত্মা এবং জড়া প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কিত। দৃষ্ট, শ্রুত অথবা কেবলই মনে মনে অনুমিত, যাই হোক না কেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে প্রকৃতির গুণ সমন্বিত।

শ্লোক ৩২

এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ ।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে ॥ ৩২ ॥

এতাঃ—এই সকল; **সংসৃতয়ঃ**—জীবনের সৃষ্ট দিকগুলি; **পুংসঃ**—জীবের; **গুণ**—জড়গুণ সমন্বিত; **কর্ম**—এবং কর্ম; **নিবন্ধনাঃ**—সম্পর্কিত; **যেন**—যার দ্বারা; **ইমে**—এই সকল; **নির্জিতাঃ**—বিজিত; **সৌম্য**—হে ভদ্র উদ্ধব; **গুণাঃ**—প্রকৃতির গুণাবলী; **জীবেন**—জীব কর্তৃক; **চিত্তজাঃ**—মনঃসৃষ্ট; **ভক্তিযোগেন**—ভক্তিযোগের মাধ্যমে; **মৎ-নিষ্ঠাঃ**—আমার প্রতি নিবেদিত; **মৎ-ভাবায়**—আমার প্রতি প্রেমের; **প্রপদ্যতে**—যোগ্যতা লাভ করে।

অনুবাদ

হে ভদ্র উদ্ধব, জড়া প্রকৃতির গুণ সম্ভূত কর্ম থেকে বদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায় উৎপন্ন হয়। যে জীব মন সম্ভূত, এই গুণাবলীকে জয় করতে পারে, সে ভক্তিযোগের মাধ্যমে নিজেকে আমার প্রতি নিবেদন করে, আমার জন্য শুদ্ধ প্রেম অর্জন করতে পারে।

তাৎপর্য

মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে শব্দগুলি সূচিত করে ভগবৎ প্রেম লাভ করা অথবা পরমেশ্বরের মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে, ভগবানের জ্ঞানময় ও আনন্দময় নিত্য ধামে বাস করা। বদ্ধজীব মোহবশতঃ নিজেকে প্রকৃতির গুণাবলীর ভোক্তা রূপে কল্পনা করে। এইভাবে বিশেষ কোন ধরনের জড় কর্ম সৃষ্ট হয়, যার প্রতিক্রিয়া বদ্ধজীবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবদ্ধ করে। ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগের দ্বারা এই নিষ্ফল পদ্ধতির নিরসন করা সম্ভব, সেই বিষয়ে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৩

তস্মাদদ্দেহমিমং লব্ধা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্ ।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **দেহম্**—শরীর; **ইমম্**—এই; **লব্ধা**—লাভ করে; **জ্ঞান**—তাত্ত্বিক জ্ঞান; **বিজ্ঞান**—এবং উপলব্ধ জ্ঞান; **সম্ভবম্**—উৎপত্তি স্থল; **গুণ-সঙ্গম্**—প্রকৃতির গুণ সঙ্গ; **বিনির্ধূয়**—সম্পূর্ণরূপে বিধৌত করে, **মাম্**—আমাকে; **ভজন্তু**—ভজন করা উচিত; **বিচক্ষণাঃ**—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ।

অনুবাদ

সুতরাং, পূর্ণ জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সমন্বিত এই মনুষ্য জীবন লাভ করে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের উচিত নিজেদের প্রকৃতির গুণজাত সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত করে ঐকান্তিকভাবে আমার প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত হওয়া।

শ্লোক ৩৪

নিঃসঙ্গো মাং ভজেদ্ বিদ্বানপ্রমত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
রজস্তমশ্চাভিজয়েৎসত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ ॥ ৩৪ ॥

নিঃসঙ্গঃ—জড় সঙ্গ মুক্ত; মাম্—আমাকে; ভজেৎ—ভজনা করা; বিদ্বান—জ্ঞানী ব্যক্তি; অপ্রমত্তঃ—অবিভ্রান্ত; জিত-ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে; রজঃ—রজোগুণ; তমঃ—তমোগুণ; চ—এবং; অভিজয়েত—জয় করা উচিত; সত্ত্ব-সংসেবয়া—সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে; মুনিঃ—মুনি।

অনুবাদ

অবিভ্রান্ত, সমস্ত জড় সঙ্গ মুক্ত, জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত তার ইন্দ্রিয় দমন করে আমার উপাসনা করা। নিজেকে কেবলমাত্র সাত্ত্বিক কর্মে নিয়োজিত করে রজোগুণ এবং তমোগুণকে জয় করা তার কর্তব্য।

শ্লোক ৩৫

সত্ত্বং চাভিজয়েদ্‌যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ ।
সংপদ্যতে গুণৈর্মুক্তো জীবো জীবং বিহায় মাম্ ॥ ৩৫ ॥

সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; চ—ও; অভিজয়েৎ—জয় করা উচিত; যুক্তঃ—ভক্তিযোগে নিয়োজিত; নৈরপেক্ষ্যেণ—গুণগুলির প্রতি উদাসীন হয়ে; শান্ত—শান্ত; ধীঃ—যার বুদ্ধি; সংপদ্যতে—লাভ করে; গুণৈঃ—প্রকৃতির গুণ থেকে; মুক্তঃ—মুক্ত; জীবঃ—জীব; জীবম্—তার বন্ধনের কারণ; বিহায়—ত্যাগ করে; মাম্—আমাকে।

অনুবাদ

তারপর, ভক্তিযোগে নিবিষ্ট হয়ে গুণাবলীর প্রতি উদাসীন হওয়ার মাধ্যমে সাধু ব্যক্তির জাগতিক সত্ত্বগুণকেও জয় করা উচিত। এইভাবে শান্ত মনে প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে জীবাত্মা, তার বদ্ধ দশার কারণটিকেই পরিত্যাগ করে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

এখানে *নৈরপেক্ষেন* শব্দটি জড়া প্রকৃতির গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদকে সূচিত করে। সম্পূর্ণ চিন্ময়, ভগবৎ-সেবায় আসক্তির মাধ্যমে, আমরা প্রকৃতির গুণাবলীর প্রতি আগ্রহ পরিত্যাগ করতে পারি।

শ্লোক ৩৬

জীবো জীববিনির্মুক্তো গুণৈশ্চাশয়সম্ভবৈঃ ।
ময়ৈব ব্রহ্মণা পূর্ণো ন বহির্নান্তরশ্চরেৎ ॥ ৩৬ ॥

জীবঃ—জীব; **জীববিনির্মুক্তঃ**—জড় চেতনার সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণ থেকে; **চ**—এবং; **আশয়-সম্ভবৈঃ**—যার নিজের মনে প্রকাশিত হয়েছে; **ময়া**—আমার দ্বারা; **এব**—বস্তুত; **ব্রহ্মণা**—পরম সত্যের দ্বারা; **পূর্ণঃ**—সন্তুষ্ট; **ন**—না; **বহিঃ**—বাহ্যিক (ইন্দ্রিয়তৃপ্তি); **ন**—অথবা নয়; **অন্তরঃ**—অন্তরে (ইন্দ্রিয়তৃপ্তির চিন্তা); **চরেৎ**—বিচরণ করা উচিত।

অনুবাদ

জড় চেতনা জাত মন এবং প্রকৃতির গুণাবলীর সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, জীব আমার দিব্য রূপ অনুভব করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টি লাভ করে। সে বহিরঙ্গা শক্তির মধ্যে আর ভোগের অনুসন্ধান অথবা তার মনে মনেও এই রূপ ভোগের স্মরণ বা মনন করে না।

তাৎপর্য

মনুষ্য জীবন হচ্ছে কৃষ্ণভাবনার মাধ্যমে পারমার্থিক মুক্তিলাভের একটি দুর্লভ সুযোগ। এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির ত্রিগুণ এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের দিব্য স্থিতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করতে আদেশ করেছেন, যে পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা খুব সহজে প্রকৃতির গুণগুলি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সমন্বিত যথার্থ জীবনযাত্রার সূচনা করতে পারি।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'প্রকৃতির ত্রিগুণ ও তদূর্ধ্বে' নামক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।

ষড়বিংশতি অধ্যায়

ঐল গীত

ভক্তিযোগ অনুশীলনকারীর জন্য প্রতিকূল সঙ্গ কতটা আশঙ্কাজনক এবং সাধু ব্যক্তিদের সঙ্গপ্রভাবে আমরা কীভাবে ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হতে পারি, সেই বিষয়ে এই অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য জীবের সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক অবস্থা হচ্ছে মনুষ্যদেহ লাভ করা এবং যিনি নিজেকে ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগে নিয়োজিত করেছেন, তিনি সেই দিব্য আনন্দমূর্তিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। এইরূপ, পরমেশ্বরের প্রতি পূর্ণরূপে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত; মায়া সৃষ্ট এই জগতে অবস্থান করলেও মায়ার প্রভাব থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকেন। পক্ষান্তরে, মায়ার দ্বারা আবদ্ধ জীব কেবলই তাদের উদর এবং উপস্থের জন্য নিবেদিত প্রাণ। তারা অশুদ্ধ, তাদের সঙ্গ প্রভাবে মানুষ অজ্ঞতার অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীর সঙ্গ প্রভাবে বিভ্রান্ত, সম্রাট পুরুরবা, উর্বশীর সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বৈরাগ্য অবলম্বন করেছিলেন। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে তিনি একটি গান গেয়েছিলেন। তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি—চর্ম, মাংস, রক্ত, পেশীতন্তু, মস্তিষ্ক কোষ, মজ্জা এবং অস্থির পিণ্ডরূপ নারী (অথবা নর) দেহের প্রতি আসক্ত—তার মধ্যে আর পোকার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। নারীদেহের দ্বারা যার মন অপহৃত হয়, তার শিক্ষা, তপস্যা, বৈরাগ্য, বেদপাঠ, নির্জনে বাস এবং মৌন অবলম্বনের কী মূল্য থাকল? মনের কামাদি ষড় রিপুকে বিদ্বান ব্যক্তিদের বিশ্বাস করা উচিত নয়, স্ত্রীলোক বা স্ত্রৈণ পুরুষদের সঙ্গ তাই তাঁদের এড়িয়ে চলা উচিত। এই সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে রাজা পুরুরবা মায়াময় বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত হয়ে হৃদয়স্থ পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন।

উপসংহারে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির উচিত অসৎসঙ্গ পরিহার করে নিজেকে সাধু সঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট করা। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের দিব্য উপদেশের মাধ্যমে আমাদের মনের মায়াময় আসক্তি ছিন্ন করতে পারেন। যথার্থ ভক্ত সর্বদাই মুক্ত এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের সম্মেলনে প্রতিনিয়ত পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সেই ভগবানের সেবা করে জীবাত্মা তার জাগতিক পাপ নির্মূল করে, শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অর্জন করে। আর যখন কেউ

সেই অসীম আদর্শ গুণাবলীর আদি সমুদ্র, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হন, তাঁর জন্য লাভ করবার আর কী বাকী রইল?

শ্লোক ১

শ্রীভগবানুবাচ

মল্লক্ষণমিমং কায়ং লব্ধা মদ্ধর্ম আস্থিতঃ ।
আনন্দং পরমাত্মানমাত্মস্থং সমুপৈতি মাম্ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **মৎ-লক্ষণম্**—যার দ্বারা আমাকে উপলব্ধি করা যায়; **ইমম্**—এই; **কায়ম্**—মনুষ্য শরীর; **লব্ধা**—লাভ করে; **মৎ-ধর্মে**—আমার প্রতি ভক্তিযোগে; **আস্থিতঃ**—অধিষ্ঠিত হয়ে; **আনন্দম্**—শুদ্ধ আনন্দ; **পরম-আত্মানম্**—পরমাত্মা; **আত্ম-স্থম্**—হৃদয়ে অবস্থিত; **সমুপৈতি**—লাভ করে; **মাম্**—আমাকে।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—কেউ আমাকে উপলব্ধি করার সুযোগ সম্পন্ন এই মনুষ্য জীবন লাভ করে, আমার প্রতি ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হলে সে সমস্ত আনন্দের আধার, প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, আমাকে প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

অসৎ সঙ্গের ফলে, এমনকি মুক্ত ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির স্তর থেকেও পতন ঘটতে পারে। জড় জগতের মধ্যে স্ত্রীলোকের সঙ্গ বিশেষভাবে বিপদ জনক, এবং তাই এরূপ পতন যাতে না ঘটে তার জন্য এই অধ্যায়ে ঐল গীত বলা হয়েছে। সাধু সঙ্গের প্রভাবে আমাদের যথার্থ পারমার্থিক বুদ্ধি জাগ্রত হয়, তার ফলে আমরা যৌন আকর্ষণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি। সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে "ঐল গীত" নামে পরিচিত পুরূরবার চমৎকার গীত বর্ণনা করবেন।

শ্লোক ২

গুণময্যা জীবযোন্যা বিমুক্তো জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।
গুণেষু মায়ামাত্রেষু দৃশ্যমানেষ্ববস্তুতঃ ।
বর্তমানোঽপি ন পুমান্ যুজ্যতেঽবস্তুভির্গুণৈঃ ॥ ২ ॥

গুণ-ময্যা—প্রকৃতির গুণের উপর আধারিত; **জীব-যোন্যা**—জড় জীবনের কারণ থেকে, মিথ্যা পরিচিতি; **বিমুক্তঃ**—সম্পূর্ণরূপে মুক্ত; **জ্ঞান**—দিব্য জ্ঞানে; **নিষ্ঠয়া**—

নিষ্ঠা পরায়ণ হয়ে; **গুণেষু**—প্রকৃতির গুণের উৎপাদনের মধ্যে; **মায়ামাত্রেষু**—কেবলই মায়াময়; **দৃশ্যমানেসু**—দৃশ্যবস্তু সকল; **অবস্তুতঃ**—যদিও বাস্তব নয়; **বর্তমানঃ**—জীবিত; **অপি**—যদিও; **ন**—করে না; **পুমান্**—সেই ব্যক্তি; **যুজ্যতে**—জড়িয়ে পড়ে; **অবস্তুভিঃ**—অবাস্তব; **গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের প্রকাশ হেতু।

অনুবাদ

যিনি দিব্যজ্ঞানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি জড়াপ্রকৃতির গুণসম্ভূত মিথ্যা পরিচিতি পরিত্যাগ করে বদ্ধজীবন থেকে মুক্ত হন। এই সমস্ত উৎপাদনগুলিকে কেবল মাত্র মায়াসম্ভূত হিসাবে দর্শন করে তিনি সে সমস্তের মধ্যে প্রতিনিয়ত অবস্থান করেও প্রকৃতির গুণসম্ভূত বন্ধন থেকে মুক্ত থাকেন। প্রকৃতির গুণাবলী এবং তা থেকে উৎপন্ন কোন কিছুই যেহেতু বাস্তব নয়, তিনি সেগুলি স্বীকার করেন না।

তাৎপর্য

প্রকৃতির তিনটি গুণ বিবিধ প্রকার জড়দেহ, স্থান, পরিবার, দেশ, আহার্য, খেলাধূলা, যুদ্ধ, শান্তি ইত্যাদিরূপে প্রকাশিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, এই জড়জগতের সমস্ত কিছুই প্রকৃতির গুণাবলী সমন্বিত, মুক্ত আত্মা, জড়াশক্তির সমুদ্রে অবস্থান করেও প্রতিটি জিনিসকেই ভগবানের সম্পদ রূপে জেনে তিনি আবদ্ধ হন না। এই রূপ মুক্ত আত্মাকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ভগবানের সম্পত্তি চুরি করে চোর হতে প্রলোভিত করলেও কৃষ্ণভক্ত, মায়া প্রদত্ত সেই টোপে কামড় না দিয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতে সৎ এবং শুদ্ধভাবে অবস্থান করেন। পক্ষান্তরে বলা যায় তিনি বিশ্বাস করেন না যে, এই জগতের কোন কিছু, বিশেষতঃ নারীর মায়াময় রূপ, তাঁর ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে।

শ্লোক ৩

সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥ ৩ ॥

সঙ্গম—সঙ্গ; **ন কুর্যাদ**—কখনও করা উচিত নয়; **অসতাম্**—জড়বাদী লোকেদের; **শিশ্ন**—উপস্থ; **উদর**—এবং উদর; **তৃপাম্**—যারা তৃপ্ত করতে অনুগত; **ক্বচিৎ**—যে কোন সময়; **তস্য**—এই রূপ যে কোন ব্যক্তির; **অনুগঃ**—অনুগামী; **তমসি-অন্ধে**—অন্ধকারতম গর্তে; **পততি**—পতিত হয়; **অন্ধ-অনুগ**—অন্ধ ব্যক্তিকে অনুসরণ করে; **অন্ধ-বৎ**—ঠিক আর একজন অন্ধ ব্যক্তির মতো।

অনুবাদ

যারা তাদের উপস্থ এবং উদরকে তৃপ্ত করতে উৎসর্গীকৃত, কখনও সেই সমস্ত জড়বাদীদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। তাদের অনুসরণ করলে একজন অন্ধের

আর একজন অন্ধকে অনুসরণ করার মতো সে গভীরতম অন্ধকার গর্তে পতিত হবে।

শ্লোক ৪

ঐলঃ সম্রাড়িমাং গাথামগায়ত বৃহচ্ছ্রবাঃ ।
উর্বশীবিরহান্ মুহ্যন্ নির্বিণ্ণঃ শোকসংযমে ॥ ৪ ॥

ঐলঃ—রাজা পুরূরবা; **সম্রাট**—মহান সম্রাট; **ইমাম্**—এই; **গাথাম্**—গীত; **অগায়ত**—গেয়েছিলেন; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **শ্রবাঃ**—যার খ্যাতি; **উর্বশী-বিরহাৎ**—উর্বশীর বিরহের জন্য; **মুহ্যন্**—বিভ্রান্ত হয়ে; **নির্বিণ্ণঃ**—অনাসক্ত বোধ করে; **শোক**—তাঁর শোক; **সংযমে**—শেষে, যখন তিনি সংযত করতে পেরেছিলেন।

অনুবাদ

নিম্নবর্ণিত গানটি বিখ্যাত সম্রাট পুরূরবা গেয়েছিলেন। প্রথমে তিনি তাঁর স্ত্রী উর্বশীর সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শোক সংবরণ করে তিনি অনাসক্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধেও এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ঐল, অর্থাৎ পুরূরবা ছিলেন অত্যন্ত যশস্বী মহান রাজা। তাঁর স্ত্রী উর্বশীর বিরহে প্রথমে তিনি ভীষণভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে তাঁর (উর্বশীর) সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের পর তিনি গন্ধর্বগণ প্রদত্ত যজ্ঞাগ্নি দ্বারা দেবগণের উপাসনা করে উর্বশী যে লোকে নিবাস করছেন, সেখানে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ৫

ত্যক্ত্বাত্মানং ব্রজন্তীং তাং নগ্ন উন্মত্তবন্নৃপঃ ।
বিলপন্নন্বগাজ্জায়ে ঘোরে তিষ্ঠেতি বিক্লবঃ ॥ ৫ ॥

ত্যক্ত্বা—ত্যাগ করে; **আত্মানম্**—তাঁকে; **ব্রজন্তীম্**—চলে গেলে; **তাম্**—তার প্রতি; **নগ্নঃ**—নগ্ন হয়ে; **উন্মত্ত-বৎ**—উন্মত্তের মতো; **নৃপঃ**—রাজা; **বিলপন্**—চিৎকার করে ডেকেছিলেন; **অন্বগাৎ**—অনুসরণ করেছিলেন; **জায়ে**—হে ভার্যা; **ঘোরে**—হে ভয়ঙ্কর রমণী; **তিষ্ঠ**—অনুগ্রহ করে দাঁড়াও; **ইতি**—এই রূপ বলে; **বিক্লবঃ**—দুঃখে বিহ্বল।

অনুবাদ

উর্বশী যখন তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, তখন রাজা পাগলের মতো নগ্ন অবস্থায় তাঁর পিছু পিছু ধাওয়া করে তাঁকে গভীর আর্তি সহকারে, "হে ভার্যা, হে ভয়ঙ্করী রমণী! অনুগ্রহ করে দাঁড়াও!" বলে ডেকেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়তমা ভার্যা তাঁকে পরিত্যাগ করে গেলে শোকার্ত রাজা চিৎকার করে ডাকছিলেন, 'প্রিয়ে ভার্যা, এক মুহূর্তের জন্য ভেবে দেখো। একটু দাঁড়াও! হে ভয়ঙ্করী রমণী, কেন দাঁড়াচ্ছ না? কিছুক্ষণের জন্য কেন কথা বলছ না? তুমি কি আমায় মেরে ফেলবে?' এইভাবে অনুশোচনা করে তিনি তাঁর অনুসরণ করেছিলেন।

শ্লোক ৬

কামানতৃপ্তোঽনুজুষন্ ক্ষুল্লকান্ বর্ষযামিনীঃ ।
ন বেদ যান্তীর্নায়ান্তীরুর্বশ্যাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ৬ ॥

কামান্—কামবাসনা; অতৃপ্তঃ—অতৃপ্ত; অনুজুষন্—তৃপ্তি করে; ক্ষুল্লকান্—নগণ্য; বর্ষ—অনেক বৎসরের; যামিনীঃ—রাত্রি সমূহ; ন বেদ—জানতেন না; যান্তীঃ—যাচ্ছে; ন—অথবা নয়; আয়ান্তীঃ—আসছে; উর্বশী—উর্বশীর দ্বারা; আকৃষ্ট—আকৃষ্ট; চেতনঃ—তাঁর মন।

অনুবাদ

বহু বৎসর ধরে রাজা পুরূরবা সন্ধ্যা কালে যৌন আনন্দ উপভোগ করেও তিনি এই রূপ নগণ্য ভোগে তৃপ্ত হতে পারেননি। তাঁর মন উর্বশীর প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিল যে, কীভাবে রাত্রি আসছে এবং যাচ্ছে, তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটি উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার জাগতিক অনুভূতি সূচিত করে।

শ্লোক ৭

ঐল উবাচ

অহো মে মোহবিস্তারঃ কামকশ্মলচেতসঃ ।
দেব্যা গৃহীতকণ্ঠস্য নায়ুঃখণ্ডা ইমে স্মৃতাঃ ॥ ৭ ॥

ঐলঃ উবাচ—রাজা পুরূরবা বললেন; অহো—হায়; মে—আমার; মোহ—মোহের; বিস্তারঃ—গভীরতা; কাম—কামের দ্বারা; কশ্মল—কলুষিত; চেতসঃ—আমার

চেতনা; দেব্যা—এই দেবীর দ্বারা; গৃহীত—গৃহীত; কণ্ঠস্য—যাহার কণ্ঠ; ন—হয়নি; আয়ুঃ—আমার আয়ু; খণ্ডাঃ—বিভাগ সমূহ; ইমে—এই সকল; স্মৃতাঃ—লক্ষ্য করা হয়েছিল।

অনুবাদ

রাজা ঐল বললেন—হায়, আমি কত গভীর মোহে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম! এই দেবী আমায় আলিঙ্গন করে আমার গলদেশ তার কবলে রেখেছিল। আমার হৃদয় কামবাসনার দ্বারা এতই কলুষিত হয়েছিল যে, কীভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হচ্ছে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না।

শ্লোক ৮

নাহং বেদাভিনির্মুক্তঃ সূর্যো বাভ্যুদিতোঽমুয়া ।
মূষিতো বর্ষপূগানাং বতাহানি গতান্যুত ॥ ৮ ॥

ন—না; অহম্—আমি; বেদ—জানি; অভিনির্মুক্তঃ—প্রবৃত্ত হয়ে; সূর্যঃ—সূর্য; বা—অথবা; অভ্যুদিতঃ—উদিত; অমুয়া—তার দ্বারা; মূষিতঃ—প্রতারিত; বর্ষ—বৎসর সমূহ; পূগানাম্—বহু সমন্বিত; বত—হায়; অহানি—বহুদিন; গতানি—অতিবাহিত; উত—নিশ্চিত রূপে।

অনুবাদ

সেই রমণী আমাকে এমনই ভাবে প্রতারিত করেছে যে, আমি সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তও লক্ষ্য করিনি। হায়, বহু বছর ধরে, আমি আমার দিনগুলি বৃথা অতিবাহিত করেছি।

তাৎপর্য

উর্বশীর প্রতি আসক্তি হেতু রাজা পুরূরবা তাঁর ভগবৎ সেবার কথা বিস্মৃত হয়ে সেই সুন্দরী যুবতীকে খুশী করতেই বেশি চিন্তিত ছিলেন। এইভাবে তাঁর মূল্যবান সময় অপচয় করার জন্য তিনি শোক করেছিলেন। কৃষ্ণভক্তগণ তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উপযোগ করেন।

শ্লোক ৯

অহো মে আত্মসম্মোহো যেনাত্মা যোষিতাং কৃতঃ ।
ক্রীড়ামৃগশ্চক্রবর্তী নরদেবশিখামণিঃ ॥ ৯ ॥

অহো—হায়; মে—আমার; আত্ম—নিজের; সম্মোহঃ—সম্পূর্ণরূপে মোহাচ্ছন্ন; যেন—যার দ্বারা; আত্মা—আমার শরীর; যোষিতাম্—রমণীদের; কৃতঃ—হয়েছিল;

ক্রীড়া-মৃগ—খেলনা পশু; চক্রবর্তী—বিশাল সম্রাট; নরদেব—রাজাদের; শিখামণিঃ—চূড়ামণি।

অনুবাদ

হায়, আমি একজন মহান সম্রাট, বিশ্বের সমস্ত রাজাদের মুকুটমণি হয়েও মোহ আমাকে কীভাবে রমণীর হাতের ক্রীড়ামৃগে পরিণত করেছিল!

তাৎপর্য

রাজার শরীর, রমণীর বাহ্যিক বাসনা তৃপ্ত করতে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত হওয়ার ফলে তা এখন রমণীদের হাতের ক্রীড়ামৃগের মতো অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

শ্লোক ১০

সপরিচ্ছদমাত্মানং হিত্বা তৃণমিবেশ্বরম্ ।
যান্তীং স্ত্রিয়ং চান্বগমং নগ্ন উন্মত্তবদ্রুদন্ ॥ ১০ ॥

স-পরিচ্ছদম্—আমার রাজত্ব এবং সর্বস্ব সহ; আত্মানম্—আমি নিজে; হিত্বা—পরিত্যাগ করে; তৃণম্—তৃণখণ্ড; ইব—মতো; ঈশ্বরম্—তেজস্বী সম্রাট; যান্তীম্—চলে যাচ্ছেন; স্ত্রিয়ম্—রমণীটি; চ—এবং; অন্বগমন্—আমি অনুগমন করেছিলাম; নগ্নঃ—নগ্ন; উন্মত্তবৎ—পাগলের মতো; রুদন্—ক্রন্দন করে।

অনুবাদ

পরম ঐশ্বর্যশালী, তেজস্বী সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও সেই রমণী আমাকে তৃণখণ্ড অপেক্ষা নগণ্য জ্ঞানে পরিত্যাগ করেছে। তবুও আমি নির্লজ্জ হয়ে নগ্ন অবস্থায় পাগলের মতো ক্রন্দন করে তার অনুসরণ করছিলাম।

শ্লোক ১১

কুতস্তস্যানুভাবঃ স্যাৎ তেজ ঈশত্বমেব বা ।
যোঽন্বগচ্ছং স্ত্রিয়ং যান্তীং খরবৎ পাদতাড়িত ॥ ১১ ॥

কুতঃ—কোথায়; তস্য—সেই ব্যক্তির (নিজে); অনুভাবঃ—প্রভাব; স্যাৎ—হয়; তেজঃ—শক্তি; ঈশত্বম্—রাজত্ব; এব—বস্তুত; বা—বা; যঃ—যে; অন্বগচ্ছম্—ধাবিত হয়েছিলাম; স্ত্রিয়ম্—এই রমণী; যান্তীম্—যখন চলে যাচ্ছিল; খরবৎ—ঠিক একটি গাধার মতো; পাদ—পা দিয়ে; তাড়িতঃ—দণ্ডি ।

অনুবাদ

গর্দভী যেমন গর্দভের মুখে লাথি মারে, তেমনই সেই রমণী আমাকে ত্যাগ করে গেলেও আমি তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম। আমার তথাকথিত রাজত্ব, বিরাট প্রভাব, এ সমস্ত শক্তি কোথায়?

শ্লোক ১২

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং ত্যাগেন শ্রুতেন বা ।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনো হৃতম্ ॥ ১২ ॥

কিম্—কী কাজ; বিদ্যয়া—জ্ঞানের; কিম্—কী; তপসা—তপস্যার; কিম্—কী; ত্যাগেন—বৈরাগ্যের; শ্রুতেন—শাস্ত্রানুশীলনের; বা—অথবা; কিম্—কী; বিবিক্তেন—নির্জন বাসের; মৌনেন—মৌনের; স্ত্রীভিঃ—রমণীদের দ্বারা; যস্য—যার; মনঃ—মন; হৃতম্—অপহৃত।

অনুবাদ

উচ্চ শিক্ষা, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, শাস্ত্রচর্চা, নির্জনে বাস, মৌন ইত্যাদি পালন করা সত্ত্বেও, মন যদি রমণীর দ্বারা অপহৃত হয়, তবে এত সমস্ত করার কী প্রয়োজন?

তাৎপর্য

এক নগণ্য রমণীর দ্বারা কারও হৃদয় ও মন অপহৃত হলে, পূর্ববর্ণিত সমস্ত পদ্ধতিই নিরর্থক। স্ত্রীসঙ্গের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত থাকলে তার পারমার্থিক অগ্রগতি অবশ্যই বিনাশ হয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন যে, কেউ যদি বৃন্দাবনের মুক্ত গোপীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর প্রেমীক রূপে বরণ করে তাঁর আরাধনা করেন, তবে তিনি তাঁর মানসিক কার্যকলাপকে কাম কলুষ থেকে মুক্ত করতে পারেন।

শ্লোক ১৩

স্বার্থস্যাকোবিদং ধিঙ্ মাং মূর্খং পণ্ডিতমানিনম্ ।
যোঽহমীশ্বরতাং প্রাপ্য স্ত্রীভির্গোখরবজ্জিতঃ ॥ ১৩ ॥

স্ব-অর্থস্য—তার নিজের স্বার্থ; অকোবিদম্—অবিজ্ঞ; ধিক্—ধিক; মাম্—আমার সঙ্গে; মূর্খম্—মূর্খ; পণ্ডিত-মানিনম্—নিজেকে মহাপণ্ডিত বলে মনে করা; যঃ—যে; অহম্—আমি; ঈশ্বর-তাম্—ঈশ্বরের পদ; প্রাপ্য—লাভ করে; স্ত্রীভিঃ—স্ত্রীগণের দ্বারা; গো-খর-বৎ—বলদ অথবা গাধার মতো; জিতঃ—বিজিত।

অনুবাদ

আমাকে ধিক্! আমি এতই মূর্খ যে, কিসে আমার কল্যাণ হয় তাও জানতাম না, অথচ নিজেকে গর্বভরে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে ভাবতাম। ভগবানের মতো উন্নত পদ প্রাপ্ত হয়েও বলদ বা গাধার মতো আমি নিজে রমণীগণের দ্বারা পরাভূত হতে রাজী হয়েছি।

তাৎপর্য

ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নেশায় স্ত্রীসঙ্গের মাধ্যমে কাম বাসনা দ্বারা পাগল প্রায় হয়ে বলদ বা গর্দভের মতো হওয়া সত্ত্বেও, এ জগতের সমস্ত মুর্খরাই নিজেদেরকে অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে। সাধু গুরুদেবের কৃপায় ধীরে ধীরে এই কাম প্রবণতা বিদূরীত হলে আমরা এই ভয়ঙ্কর জড় ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অপমানজনক স্বভাবকে অনুভব করতে পারি। এই শ্লোকে রাজা পুরূরবা কৃষ্ণভাবনামৃতের জ্ঞানে ফিরে আসছেন।

শ্লোক ১৪

সেবতো বর্ষপূগান্ মে উর্বশ্যা অধরাসবম্ ।
ন তৃপ্যত্যাত্মভূঃ কামো বহ্নিরাহুতিভির্যথা ॥ ১৪ ॥

সেবতঃ—সেবক; বর্ষ-পূগান্—বহু বৎসর ধরে; মে—আমার; উর্বশ্যাঃ—উর্বশীর; অধর—অধরের; আসবম্—অমৃত; ন তৃপ্যতি—কখনও সন্তুষ্ট হয় না; আত্ম-ভূঃ—মনোজ; কামঃ—কাম; বহ্নিঃ—অগ্নি; আহুতিভিঃ—আহুতির দ্বারা; যথা—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি দিয়ে যেমন অগ্নিকে কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তেমনই উর্বশীর অধর নিসৃত তথাকথিত অমৃত, বহু বৎসর ধরে পান করেও, আমার হৃদয়ে কাম বাসনা বার বার জেগে উঠেছে, আর তা কখনও সন্তুষ্ট হয়নি।

শ্লোক ১৫

পুংশ্চল্যাপহৃতং চিত্তং কো ন্বন্যো মোচিতুং প্রভুঃ ।
আত্মারামেশ্বরমৃতে ভগবন্তমধোক্ষজম্ ॥ ১৫ ॥

পুংশ্চল্যা—বেশ্যার দ্বারা; অপহৃতম্—অপহৃত; চিত্তম্—বুদ্ধি; কঃ—কে; নু—বস্তুত; অন্যঃ—অন্যব্যক্তি; মোচিতুম্—মুক্ত করতে; প্রভুঃ—সক্ষম; আত্ম-আরাম্—আত্মতুষ্ট ঋষির; ঈশ্বরম্—ভগবান; ঋতে—ব্যতীত; ভগবন্তম্—পরমেশ্বর ভগবান; অধোক্ষজম্—জড় ইন্দ্রিয়াতীত।

অনুবাদ

বারবনিতার দ্বারা অপহৃত আমার চেতনাকে একমাত্র আত্মারাম ঋষিগণের প্রভু, জড় ইন্দ্রিয়াতীত পরম পুরুষ ভগবান ছাড়া আর কে রক্ষা করতে সক্ষম?

শ্লোক ১৬

বোধিতস্যাপি দেব্যা মে সূক্তবাক্যেন দুর্মতেঃ ।
মনোগতো মহামোহো নাপযাত্যজিতাত্মনঃ ॥ ১৬ ॥

বোধিতস্য—বিজ্ঞাত; অপি—এমনকি; দেব্যা—দেবী উর্বশীর দ্বারা; মে—আমার; সু-উক্ত—সুকথিত; বাক্যেন—বাক্যের দ্বারা; দুর্মতেঃ—দুর্বুদ্ধির; মনঃগতঃ—মনের মধ্যে; মহা-মোহঃ—মহা বিভ্রান্তি; ন অপযাতি—নিবৃত হয়নি; অজিত-আত্মনঃ—ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম।

অনুবাদ

আমি আমার বুদ্ধিকে বিপথে চালিত হতে অনুমোদন করার ফলে এবং ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম হওয়ায়, উর্বশী স্বয়ং আমাকে সুন্দর বাক্যে জ্ঞানী পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও, আমার মন থেকে মহা মোহ বিদূরীত হয়নি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, দেবী উর্বশী পুরূরবাকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, তিনি যেন কখনও রমণীকে বা তার দ্বারা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস না করেন। এইরূপ প্রকাশ্য উপদেশ সত্ত্বেও তিনি পূর্ণরূপে আসক্ত হওয়ার ফলে ভীষণভাবে মনঃকষ্টে ভুগেছিলেন।

শ্লোক ১৭

কিমেতয়া নোঽপকৃতং রজ্জ্বা বা সর্পচেতসঃ ।
দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবিদুষো যোঽহং যদজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

কিম্—কি; এতয়া—তার দ্বারা; নঃ—আমাদের প্রতি; অপকৃতম্—অপরাধ করা হয়েছে; রজ্জ্বা—রশির দ্বারা; বা—অথবা; সর্প-চেতসঃ—যে এটিকে সর্পরূপে চিন্তা করছে; দ্রষ্টুঃ—এইরূপ দর্শকের; স্বরূপ—প্রকৃত পরিচয়; অবিদুষঃ—অবিজ্ঞ; যঃ—যে; অহম্—আমি; যৎ—যেহেতু; অজিত-ইন্দ্রিয়ঃ—ইন্দ্রিয় সংযম না করে।

অনুবাদ

আমিই যখন আমার প্রকৃত পারমার্থিক স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞ, তখন আমার দুঃখের জন্য তাকে (উর্বশীকে) কীভাবে দোষারোপ করব? আমি আমার ইন্দ্রিয় সংযম করিনি, তাই আমার অবস্থা এখন, অহিংস রজ্জুকে সর্পরূপে দর্শনকারীর মতো হয়েছে।

তাৎপর্য

রজ্জুকে কেউ যদি সর্প বলে ভুল করেন, তবে তিনি ভীত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। এই ধরনের ভয় এবং উদ্বেগ নিশ্চয় অনর্থক। কেননা রজ্জু কখনও দংশন করে না। তেমনই, কেউ যদি ভুল ক্রমে ভাবে যে, ভগবানের জড় মায়াশক্তি তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য উদ্দিষ্ট, তবে সে নিশ্চয়ই তার মাথার উপর জড় মায়ার ভীতি এবং উদ্বেগের হিমানী-সম্প্রপাতকে আহ্বান করছে। রাজা পুরূরবা এখানে খোলাখুলিভাবে স্বীকার করছেন যে, যুবতী রমণী উর্বশীর কোন দোষ নেই। প্রকৃতপক্ষে পুরূরবাই ভুলক্রমে উর্বশীকে তাঁর ভোগ্য বস্তু বলে মনে করেছিলেন, আর তাই প্রকৃতির বিধানে তার প্রতিক্রিয়া ভোগ করে কষ্ট পেয়েছিলেন। উর্বশীর বাহ্যিক রূপকে ভোগের চেষ্টা করে পুরূরবা নিজেই অপরাধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৮

ক্বায়ং মলীমসঃ কায়ো দৌর্গন্ধ্যাদ্যাত্মকোঽশুচিঃ ।
ক্ব গুণাঃ সৌমনস্যাদ্যা হ্যধ্যাসোঽবিদ্যয়া কৃতঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ব—কোথায়; অয়ম্—এই; মলীমসঃ—খুব নোংরা; কায়ঃ—জড়দেহ; দৌর্গন্ধ্য—দুর্গন্ধ; আদি—ইত্যাদি; আত্মকঃ—সমন্বিত; অশুচিঃ—অপরিষ্কার; ক্ব—কোথায়; গুণাঃ—তথাকথিত সৎ গুণাবলী; সৌমনস্য—ফুলের সুগন্ধ এবং কোমলতা; আদ্যা—এবং ইত্যাদি; হি—নিশ্চিতরূপে; অধ্যাসঃ—বাহ্যিক অসাদৃশ্য; অবিদ্যয়া—অজ্ঞতার দ্বারা; কৃতঃ—সৃষ্ট।

অনুবাদ

এই কলুষিত শরীরটিই বা কী—ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধময়, তাই না? আমি রমণীদেহের সুগন্ধে আর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সমস্ত তথাকথিত দিকগুলি কী কী? সেগুলি হচ্ছে মায়া সৃষ্ট নকল আবরণ মাত্র।

তাৎপর্য

পুরূরবা এখন বুঝেছেন যে, তিনি উর্বশীর সুগঠিত ও সুগন্ধী শরীরের প্রতি পাগলের মতো আকৃষ্ট হলেও, বাস্তবে সেই শরীরটি ছিল বিষ্ঠা, বায়ু, পিত্ত, কফ, লোম এবং অন্যান্য অপ্রীতিকর উপাদানের একটি বস্তা মাত্র। পক্ষান্তরে বলা যায়, পুরূরবার এখন জ্ঞান হচ্ছে।

শ্লোক ১৯

পিত্রোঃ কিং স্বং নু ভার্যায়াঃ স্বামিনোঽগ্নে শ্বগৃধ্রয়োঃ ।
কিমাত্মনঃ কিং সুহৃদামিতি যো নাবসীয়তে ॥ ১৯ ॥

পিত্রোঃ—পিতা মাতার; কিম্—তাই কি; স্বম্—সম্পদ; নু—অথবা; ভার্যায়াঃ—স্ত্রীর; স্বামিনঃ—মালিকের; অগ্নেঃ—অগ্নির; শ্ব-গৃধ্রয়োঃ—কুকুর এবং শৃগালদের; কিম—তা কি; আত্মনঃ—আত্মার; কিম্—না কি; সুহৃদাম্—বন্ধুদের; ইতি—এইভাবে; যঃ—যে; ন অবসীয়তে—কখনও স্থির করতে পারে না।

অনুবাদ

দেহটি বাস্তবে কার সম্পত্তি, তা কখনই নির্ধারণ করা যায় না। এটি কি জন্ম দাতা পিতামাতার, তার আনন্দ প্রদায়িণী স্ত্রীর অথবা তার মালিকের, যিনি ইচ্ছামত দেহটিকে আদেশ করেন? এটি কি চিতার আগুনের অথবা কুকুর ও শৃগালদের, যারা শেষে সেটি খেয়ে ফেলবে, তাদের সম্পত্তি? এটা কি অন্তরে বসবাসকারী আত্মার, যে তার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়, অথবা এই দেহটি কি উৎসাহ এবং সহায়তা প্রদানকারী ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের? নিশ্চিতভাবে দেহের অধিকারী নির্ধারণ না করেই, মানুষ এই দেহটির প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত হয়ে পড়ে।

শ্লোক ২০

তস্মিন্ কলেবরেঽমেধ্যে তুচ্ছনিষ্ঠে বিসজ্জতে ।
অহো সুভদ্রং সুনসং সুস্মিতং চ মুখং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥

তস্মিন্—সেই; কলেবরে—ভৌতিক দেহে; অমেধ্যে—ঘৃণ্য; তুচ্ছ-নিষ্ঠে—সর্বনিম্ন গতির প্রতি আগুয়ান; বিসজ্জতে—আসক্ত হয়; অহো—আহা; সু-ভদ্রম্—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; সুনসম্—সুন্দর নাসা সমন্বিত; সু-স্মিতম্—সুন্দর মুচকি হাসি; চ—এবং; মুখম্—মুখমণ্ডল; স্ত্রিয়ঃ—রমণীর।

অনুবাদ

ভৌতিক দেহটি হচ্ছে একটি নিম্নগতি সম্পন্ন, কলুষিত ভৌতিক রূপ মাত্র, তবুও যখন কোন পুরুষ মানুষ, কোন রমণীর মুখমণ্ডলের দিকে দেখতে থাকে, তখন সে ভাবে, "মেয়েটি দেখতে কত সুন্দর! তার নাকটি বড়ই মনোহর, আর দেখ কত সুন্দর তার মৃদু হাস্য! "

তাৎপর্য

তুচ্ছ নিষ্ঠে অর্থাৎ "নিম্নগতির প্রতি আগুয়ান" বাক্যটি সূচিত করে যে, যদি কবর দেওয়া হয়, দেহটি কীটেদের দ্বারা ভক্ষিত হবে; যদি পোড়ানো হয়, তবে তা ভস্মে পরিণত হবে; আর যদি নির্জন স্থানে মৃত্যু হয়, তবে তা কুকুর এবং শকুনদের দ্বারা ভক্ষিত হবে। নারীদেহের মধ্যে মায়ার মোহময়ী শক্তি প্রবেশ করে, পুরুষ মানুষের মনকে বিচলিত করে। পুরুষ মানুষ নারীরূপী মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়

কিন্তু সেই নারীদেহটিকে আলিঙ্গন করার ফলে সে কেবল মাংস, রক্ত, কফ, পুঁজ চামড়া, অস্থি, লোম আর বিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিজনিত অজ্ঞতার ফলে মানুষের কুকুর বেড়ালের মতো হওয়া উচিত নয়। মানুষের উচিত, কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে পরমেশ্বরের শক্তিকে ভোগ করতে অনর্থক চেষ্টা না করে ভগবানের সেবা করতে শেখা।

শ্লোক ২১

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসংহতৌ ।
বিন্মূত্রপূয়ে রমতাং কৃমীণাং কিয়দন্তরম্ ॥ ২১ ॥

ত্বক্—চামড়া দিয়ে; **মাংস**—মাংস; **রুধির**—রক্ত; **স্নায়ু**—মাংস পেশী; **মেদঃ**—চর্বি; **মজ্জা**—মজ্জা; **অস্থি**—এবং অস্থি; **সংহতৌ**—সমন্বিত; **বিট্**—বিষ্ঠার; **মূত্র**—মূত্র; **পূয়ে**—এবং পুঁজ; **রমতাম্**—ভোগ করা; **কৃমীণাম্**—কৃমি-কীটের সঙ্গে তুলনীয়; **কিয়ৎ**—কতটা; **অন্তরম্**—পার্থক্য।

অনুবাদ

যে সমস্ত মানুষ চর্ম, মাংস, রক্ত, স্নায়ু, চর্বি, মজ্জা, অস্থি, বিষ্ঠা, মূত্র এবং পুঁজ সমন্বিত জড়দেহকে ভোগ করতে চেষ্টা করে তাদের মধ্যে আর সাধারণ কৃমিকীটের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

শ্লোক ২২

অথাপি নোপসজ্জেত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চার্থবিৎ ।
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগান্ মনঃ ক্ষুভ্যতি নান্যথা ॥ ২২ ॥

অথ-অপি—সুতরাং তথাপি; **ন-উপসজ্জেত**—কখনও সংস্পর্শে আসা উচিত নয়; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকের সঙ্গে; **স্ত্রৈণেষু**—স্ত্রৈণদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **অর্থ-বিৎ**—যে ব্যক্তি জানেন কোনটি তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ; **বিষয়**—ভোগ্য বস্তুর; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা; **সংযোগাৎ**—সংযোগের ফলে; **মনঃ**—মন; **ক্ষুভ্যতি**—ক্ষোভিত হয়; **ন**—না; **অন্যথা**—অন্যথায়।

অনুবাদ

দেহের যথার্থ স্বভাব তাত্ত্বিকভাবে উপলব্ধি করলেও, আমাদের কখনও স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। মোটের ওপর, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর সংযোগ হলে মন অনিবার্যভাবে ক্ষোভিত হয়।

শ্লোক ২৩

অদৃষ্টাদশ্রুতাদ্ ভাবান্ন ভাব উপজায়তে ।
অসংপ্রযুঞ্জতঃ প্রাণান্ শাম্যতি স্তিমিতং মনঃ ॥ ২৩ ॥

অদৃষ্টাৎ—যা দৃষ্ট হয়নি; **অশ্রুতা**—যা শ্রুত হয়নি; **ভাবাৎ**—একটি বস্তু থেকে; **ন**—করে না; **ভাবঃ**—মানসিক আলোড়ন; **উপজায়তে**—উৎপন্ন হয়; **অসংপ্রযুঞ্জতঃ**—যিনি ব্যবহার করছেন না তার জন্য; **প্রাণান্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **শাম্যতি**—শান্ত হয়; **স্তিমিতম্**—স্তিমিত; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

অদৃষ্ট বা অশ্রুত কোন কিছুর দ্বারা মন যেহেতু বিচলিত হয় না, তাই যে ব্যক্তি তাঁর জড় ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেন; তাঁর মন আপনা থেকেই জড়কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়ে শান্ত হবে।

তাৎপর্য

যুক্তি দেখানো যায় যে, চোখ বন্ধ অবস্থায়, স্বপ্নাবস্থায় অথবা নির্জনস্থানে বাস করেও আমরা ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা স্মরণ বা মনন করতে পারি। এই ধরনের অভিজ্ঞতা অবশ্য লাভ হয় বারবার দৃষ্ট এবং শ্রুত পূর্বতন ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভিজ্ঞতার ফলে। যখন কেউ তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থেকে সংযত করেন, তখন তাঁর মনের জড়প্রবণতাগুলি স্তিমিত হবে এবং ইন্ধনবিহীন অগ্নির মতো কালক্রমে নির্বাপিত হবে।

শ্লোক ২৪

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ ।
বিদুষাং চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমু মাদৃশাম্ ॥ ২৪ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **সঙ্গঃ**—সঙ্গ; **ন কর্তব্যঃ**—করা উচিত নয়; **স্ত্রীষু**—স্ত্রীলোকের সঙ্গে; **স্ত্রৈণেষু**—স্ত্রৈণদের সঙ্গে; **চ**—এবং; **ইন্দ্রিয়ৈঃ**—ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা; **বিদুষাম্**—জ্ঞানী ব্যক্তিগণের; **চ অপি**—এমনকি; **অবিস্রব্ধঃ**—অবিশ্বাসী; **ষট্-বর্গঃ**—মনের ছয়টি শত্রু (কাম, ক্রোধ, লোভ, বিভ্রান্তি, মাদকতা এবং হিংসা); **কিম্ উ**—আর কি কথা; **মাদৃশাম্**—আমার মতো ব্যক্তিদের।

অনুবাদ

অতএব ইন্দ্রিয়গুলিকে কখনও অবাধে স্ত্রীলোক অথবা স্ত্রৈণদের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে দেওয়া উচিত নয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তাঁদের মনের ষড়রিপুকে বিশ্বাস করতে পারেন না; তবে আমার মতো মুর্খলোকেদের আর কি কথা।

শ্লোক ২৫

শ্রীভগবানুবাচ

এবং প্রগায়ন্ নৃপদেবদেবঃ
স উর্বশীলোকমথো বিহায় ।
আত্মনমাত্মন্যবগম্য মাং বৈ
উপারমজ্ জ্ঞানবিধূতমোহঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; এবম্—এইভাবে; প্রগায়ন্—গান করে; নৃপ—মানুষদের মধ্যে; দেব—এবং দেবগণের মধ্যে; দেবঃ—আদি; সঃ—তিনি, রাজা পুরূরবা; উর্বশী-লোকম্—উর্বশীলোক, গন্ধর্বলোক; অথউ—তারপর; বিহায়—পরিত্যাগ করে; আত্মানম্—পরমাত্মা; আত্মনি—নিজ হৃদয়ে; অবগম্য—উপলব্ধি করে; মাম্—আমাকে; বৈ—বস্তুত; উপারমৎ—শান্ত হয়েছিল; জ্ঞান—দিব্য জ্ঞানের দ্বারা; বিধূত—বিধৌত, মোহঃ—মোহ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—এইভাবে গানটি গেয়ে দেব এবং মনুষ্যগণের মধ্যে বিখ্যাত মহারাজ পুরূরবা, তার উর্বশীলোকে লব্ধপদ পরিত্যাগ করে। দিব্যজ্ঞানের দ্বারা তার মোহ বিধৌত হলে সে তার হৃদয়স্থ পরমাত্মা রূপে আমাকে উপলব্ধি করে অবশেষে শান্তি লাভ করে।

শ্লোক ২৬

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ২৬ ॥

ততঃ—সুতরাং; দুঃসঙ্গম্—অসৎ সঙ্গ; উৎসৃজ্য—দূরে নিক্ষেপ করে; সৎসু—শুদ্ধ ভক্তদের প্রতি; সজ্জেত—আসক্ত হওয়া উচিত; বুদ্ধিমান্—বুদ্ধিমান ব্যক্তি; সন্তঃ—সাধু ব্যক্তিগণ; এব—কেবলমাত্র; অস্য—তার; ছিন্দন্তি—ছিন্ন করে; মনঃ—মনের; ব্যাসঙ্গম্—অত্যধিক আসক্তি; উক্তিভিঃ—তাদের বাক্যের দ্বারা।

অনুবাদ

অতএব বুদ্ধিমান মানুষের উচিত সমস্ত প্রকার অসৎ সঙ্গ পরিহার করে শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করা, যাতে তাঁদের বাক্যের দ্বারা তার মনের অত্যধিক আসক্তি ছিন্ন হয়।

শ্লোক ২৭

সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
নির্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ॥ ২৭ ॥

সন্তঃ—শুদ্ধ ভক্তগণ; অনপেক্ষাঃ—জাগতিক কোন কিছুর প্রতি নির্ভরশীল নয়; মৎ-চিত্তাঃ—যারা আমার প্রতি তাদের মনকে নিবিষ্ট করেছে; প্রশান্তাঃ—প্রশান্ত; সম-দর্শিনঃ—সমদৃষ্টি সম্পন্ন; নির্মমাঃ—মমত্ব বুদ্ধিশূন্য; নিরহংকারাঃ—মিথ্যা অহংকার শূন্য; নির্দ্বন্দ্বাঃ—সমস্ত প্রকার দ্বন্দ্বমুক্ত; নিষ্পরিগ্রহাঃ—নির্লোভ।

অনুবাদ

আমার ভক্তগণ আমার প্রতি মনোনিবেশ করে জাগতিক কোন কিছুর উপর নির্ভর করে না। তারা সর্বদা শান্ত, সমদর্শী, আর তারা মমত্ববুদ্ধি, মিথ্যা অহংকার, দ্বন্দ্ব এবং লোভ থেকে মুক্ত।

শ্লোক ২৮

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু মৎকথাঃ ।
সম্ভবন্তি হি তা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘম্ ॥ ২৮ ॥

তেষু—তাদের মধ্যে; নিত্যম্—প্রতিনিয়ত; মহা-ভাগ—হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব; মহা-ভাগেষু—সেই সমস্ত মহাভাগ্যবান ভক্তদের মধ্যে; মৎ-কথাঃ—আমার বিষয়ে আলোচনা; সম্ভবন্তি—উৎপন্ন হয়; হি—বস্তুত; তাঃ—এই সমস্ত বিষয়; নৃণাম্—মানুষের; জুষতাম্—অংশগ্রহণকারীগণ; প্রপুনন্তি—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ করে; অঘম্—পাপ।

অনুবাদ

হে মহাভাগ্যবান উদ্ধব, আমার এইরূপ শুদ্ধ ভক্তদের সম্মেলনে সর্বদা আমার বিষয়ে আলোচনা হয়, যারা আমার মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে অংশগ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়।

তাৎপর্য

কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ উপদেশ না-ও পান, শুদ্ধভক্তের দ্বারা আলোচিত পরমেশ্বরের গুণমহিমা কেবল শ্রবণ করলে তিনি তাঁর মায়ার সংস্পর্শ প্রসূত সমস্ত পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ২৯

তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি ॥ ২৯ ॥

তাঃ—সেই সমস্ত বিষয়; যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; শৃণ্বন্তি—শ্রবণ করে; গায়ন্তি—কীর্তন করে; হি—বস্তুত; অনুমোদন্তি—হৃদয়ে গ্রহণ করে; চ—এবং; আদৃতাঃ—শ্রদ্ধা সহকারে; মৎ-পরাঃ—আমা পরায়ণ; শ্রদ্দধানাঃ—শ্রদ্ধাপরায়ণ; চ—এবং; ভক্তিম্—ভক্তিযোগ; বিন্দন্তি—লাভ করে; তে—তারা; ময়ি—আমার জন্য।

অনুবাদ

যে কেউ আমার বিষয়ে আন্তরিকতা এবং বিশ্বাস সহকারে শ্রবণ ও কীর্তন করলে, সে শ্রদ্ধা সহকারে আমার প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

যে ব্যক্তি উন্নত কৃষ্ণভক্তের নিকট থেকে শ্রবণ করেন, তিনি ভব সমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হন। যখন কেউ সদ্‌গুরুর নির্দেশ মেনে চলেন, তখন তাঁর মনের কলুষিত কার্যকলাপ প্রশমিত হয়, তিনি তখন নতুন পারমার্থিক আলোকে সব কিছু দর্শন করেন, তাঁর মধ্যে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবার ভগবৎ প্রেমরূপ ফলপ্রদ নিঃস্বার্থ প্রবণতা প্রস্ফুটিত হয়।

শ্লোক ৩০

ভক্তিং লব্ধবতঃ সাধোঃ কিমন্যদবশিষ্যতে ।
ময্যনন্তগুণে ব্রহ্মণ্যানন্দানুভবাত্মনি ॥ ৩০ ॥

ভক্তিম্—ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ; লব্ধবতঃ—যে লাভ করেছে; সাধোঃ—ভক্তের জন্য; কিম্—কী; অন্যৎ—অন্য কিছু; অবশিষ্যতে—অবশিষ্ট থাকে; ময়ি—আমার প্রতি; অনন্তগুণে—অনন্ত গুণসম্পন্ন; ব্রহ্মণি—প্রথম সত্যে; আনন্দ—আনন্দের; অনুভব—অভিজ্ঞতা; আত্মনি—সমন্বিত।

অনুবাদ

সর্ব আনন্দ মূর্তি, অনন্ত গুণসম্পন্ন, পরম অবিমিশ্র সত্য, আমার প্রতি ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হলে, আদর্শ ভক্তের জন্য লাভ করার আর কী বাকী রইল?

তাৎপর্য

ভগবানের প্রতি ভক্তিযোগ এতই প্রীতিপ্রদ যে, ভগবানের শুদ্ধভক্ত ভগবৎ সেবা ব্যতীত কোন কিছুই কামনা করতে পারেন না। *শ্রীমদ্ভাগবতের* দশম স্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে বলেছেন যে, তাঁর প্রতি ভক্তিযোগের সর্বশেষ পুরস্কার হিসাবে তাঁদের নিজেদের সেবাকেই গ্রহণ করতে হবে, কেননা একমাত্র ভক্তিযোগ থেকে যেরূপ সুখ এবং জ্ঞান অনুভূত হয়, অন্য কোন কিছু থেকেই তা লাভ হয় না।

আন্তরিকতার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম ও যশ শ্রবণ ও কীর্তনের মাধ্যমে হৃদয় পবিত্র হয় এবং তখন ধীরে ধীরে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা, কৃষ্ণভাবনামৃতের যথার্থ আনন্দময় প্রকৃতির প্রশংসা করা যায়।

শ্লোক ৩১

যথোপশ্রয়মাণস্য ভগবন্তং বিভাবসুম্ ।
শীতং ভয়ং তমোঽপ্যেতি সাধূন্ সংসেবতস্তথা ॥ ৩১ ॥

যথা—ঠিক যেমন; **উপশ্রয়মাণস্য**—যিনি উপনীত হচ্ছেন তাঁর; **ভগবন্তম্**—তেজস্বী; **বিভাবসুম্**—অগ্নি; **শীতম্**—শীত; **ভয়ম্**—ভয়; **তমঃ**—অন্ধকার; **অপ্যেতি**—বিদূরীত; **সাধূন্**—সাধুভক্তগণ; **সংসেবতঃ**—যিনি সেবা করছেন তার জন্য; **তথা**—তেমনই।

অনুবাদ

যজ্ঞের অগ্নির নিকট উপনীত ব্যক্তির যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই যাঁরা ভগবদ্ভক্তদের সেবায় রত হন তাঁদের জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা বিধ্বস্ত হয়।

তাৎপর্য

যারা সকাম কর্মে নিয়োজিত তারা অবশ্যই অচেতন; পরমেশ্বর এবং আত্মা সম্বন্ধে তাদের উচ্চ চেতনার অভাব থাকে। জড়বাদী লোকেরা প্রায় যন্ত্রের মতো তাদের ইন্দ্রিয়তর্পণে এবং উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূরণে রত, আর তাই তাদেরকে অচেতন অথবা জড় বলে অভিহিত করা হয়েছে। অগ্নির নিকটে গেলে যেমন শীত, ভয় এবং অন্ধকার বিদূরীত হয়, তেমনই ভগবানের পাদপদ্মের সেবা করলে, এইরূপ, সমস্ত জড়তা, ভয় এবং অজ্ঞতা দূরীভূত হয়।

শ্লোক ৩২

নিমজ্জ্যোন্মজ্জতাং ঘোরে ভবাব্ধৌ পরমায়ণম্ ।
সন্তো ব্রহ্মবিদঃ শান্তা নৌর্দৃঢ়েবাপ্সু মজ্জতাম্ ॥ ৩২ ॥

নিমজ্জ্যৎ—যারা নিমজ্জিত হচ্ছে; **উন্মজ্জতাম্**—এবং পুনরায় উত্থিত হচ্ছে; **ঘোরে**—ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে; **ভবঃ**—জড় জীবনের; **অব্ধৌ**—সমুদ্র; **পরম**—পরম; **অয়নম্**—আশ্রয়; **সন্তঃ**—সাধুভক্তগণ; **ব্রহ্মবিদঃ**—ব্রহ্মবিদ; **শান্তাঃ**—শান্ত; **নৌঃ**—নৌকা; **দৃঢ়া**—শক্তিশালী; **ইব**—ঠিক যেমন; **অপ্সু**—জলে; **মজ্জতাম্**—যারা নিমজ্জিত হচ্ছে তাদের জন্য।

অনুবাদ

জাগতিক জীবনের ভয়ঙ্কর সমুদ্রে যারা বারবার পতিত এবং উত্থিত হচ্ছে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় হচ্ছে পরমজ্ঞাননিষ্ঠ, শান্ত ভগবৎ ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তগণ ডুবন্ত মানুষদের উদ্ধার করতে আসা একখানি শক্তিশালী নৌকার মতো।

শ্লোক ৩৩

অন্নং হি প্রাণিনাং প্রাণ আর্তানাং শরণং ত্বহম্ ।
ধর্মো বিত্তং নৃণাং প্রেত্য সন্তোঽর্বাগ্ বিভ্যতোঽরণম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্নম্—খাদ্য; হি—বস্তুত; প্রাণিনাম্—প্রাণিদের; প্রাণঃ—জীবন; আর্তানাম্—আর্তদের; শরণম্—আশ্রয়; তু—এবং; অহম্—আমি; ধর্মঃ—ধর্ম; বিত্তম্—সম্পদ; নৃণাম্—মানুষদের; প্রেত্য—যখন তারা ইহলোক ত্যাগ করেছেন; সন্তঃ—ভক্তগণ; অর্বাক্—নিম্নগামীদের; বিভ্যতঃ—ভীতদের জন্য; অরণম্—আশ্রয়।

অনুবাদ

খাদ্যই যেমন সমস্ত জীবেদের প্রাণ, আমিই যেমন আর্তদের জন্য অন্তিম আশ্রয়, এবং ধর্মই যেমন পরলোকগামীগণের সম্পদ, ঠিক তেমনই আমার ভক্তরা হচ্ছে দুঃখজনক জীবনে পতিত হওয়ার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য একমাত্র আশ্রয়।

তাৎপর্য

যারা জাগতিক কাম এবং ক্রোধের দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পতিত হওয়ার জন্য ভীত, তাদের উচিত ভগবৎ ভক্তদের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করা, সেই ভক্তগণ তাদেরকে নিরাপদে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিয়োজিত করেন।

শ্লোক ৩৪

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥ ৩৪ ॥

সন্তঃ—ভক্তগণ; দিশন্তি—প্রদান করেন; চক্ষুংষি—চক্ষুদ্বয়; বহিঃ—বাহ্যিক; অর্কঃ—সূর্য; সমুত্থিতঃ—যখন পূর্ণরূপে উদিত হয়; দেবতাঃ—উপাস্য বিগ্রহগণ; বান্ধবাঃ—স্বজনগণ; সন্তঃ—ভক্তগণ; সন্তঃ—ভক্তগণ; আত্মা—নিজের আত্মা; অহম—আমি নিজে; এবচ—তেমনই।

অনুবাদ

আমার ভক্তগণ দিব্য চক্ষু প্রদান করে, আর সূর্য আকাশে উদিত হলেই কেবল বাহ্য দৃশ্য দর্শন করায়। আমার ভক্তগণ হচ্ছে সকলের উপাস্য বিগ্রহ এবং প্রকৃত স্বজন; তারাই সকলের আত্মস্বরূপ, এবং সর্বোপরি আমা থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

মূর্খতা হচ্ছে পাপিষ্ঠদের সম্পদ, তারা তাদের সেই সম্পদকে মহামূল্যবান বলে মনে করে, অজ্ঞতার অন্ধকারে অবস্থান করতে দৃঢ়ভাবে মনস্থির করে। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ হচ্ছেন ঠিক সূর্যের মতো, তাঁদের বাণীর আলোকে জীবের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার ফলে অজ্ঞতার অন্ধকার বিনষ্ট হয়। এইভাবে শুদ্ধ ভক্তগণই আমাদের যথার্থ বন্ধু এবং স্বজন। তাই ভগবদ্ভক্তগণই যথার্থ সেব্য—ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য আলোড়নকারী স্থূল জড়দেহটি নয়।

শ্লোক ৩৫

বৈতসেনস্ততোঽপ্যেবমুর্বশ্যা লোকনিস্পৃহঃ ।
মুক্তসঙ্গো মহীমেতামাত্মারামশ্চচার হ ॥ ৩৫ ॥

বৈতসেনঃ—রাজা পুরূরবা; **ততঃ অপি**—সেই কারণে; **এবম্**—এইভাবে; **উর্বশীঃ**—উর্বশীর; **লোক**—একই লোকে অবস্থান করার; **নিস্পৃহঃ**—নিস্পৃহ; **মুক্ত**—মুক্ত; **সঙ্গঃ**—সমস্ত জড়সঙ্গ থেকে; **মহীম্**—পৃথিবী; **এতাম্**—এই; **আত্ম-আরামঃ**—আত্মতুষ্ট; **চচার**—ভ্রমণ করেছিলেন; **হ**—বাস্তবে।

অনুবাদ

এইভাবে উর্বশী লোকে অবস্থান করার বাসনার প্রতি নিস্পৃহ হয়ে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত জড়সঙ্গ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে আত্মতুষ্ট হয়ে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করতে শুরু করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'ঐলগীত' নামক ষড়বিংশতি অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।